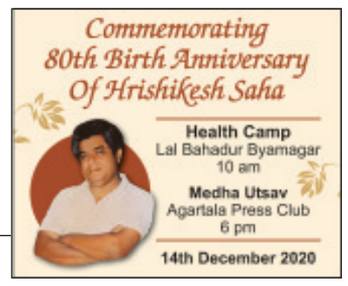

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 December, 2020 ■ আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ২২ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

গঙ্গানগরে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজে নিযুক্ত তিন শ্রমিককে বন্দুকের মুখে অপহরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। আবারও জঙ্গী আতঙ্কের ছায়া রাজ্যের পাহাড়ী এলাকায়। দিনদুপুরে বন্দুকের মুখে তিন শ্রমিককে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে জঙ্গীরা। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুরে ধলাই জেলার গঙ্গানগর থানার অধীন মালদা কুমার রোয়াজা পাড়ার হরিয়ামনি এলাকায়। অপহৃতরা ওই এলাকায় সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজে নিযুক্ত। অপহরণের ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ সহ অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা চিরুনী তল্লাসী চালিয়েছে। কিন্তু, রাতে খবর লেখা পর্যন্ত কোন হদিশ পাওয়া যায়নি অপহৃতদের। এমনকি মুক্তিপণ সংক্রান্ত কোনও তথ্যও প্রকাশ্যে আসেনি। এদিকে, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক বিএসএফের আইজির সাথে বৈঠক করেছেন এবং গোটা বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সংবাদে প্রকাশ, গঙ্গানগরের মালদা কুমার রোয়াজা পাড়ার হরিয়ামনি এলাকায় সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ চলছে। এলাকাটি গভীর জঙ্গল। প্রতিদিনকার মত সেখানে শ্রমিকরা কাজ করছিলেন। তখন সাইট সুপারভাইজার সুভাষ ভৌমিক, জেসিবি চালক সুবল দেবনাথ এবং লেবার সর্দার গণপতি ত্রিপুরা পানীয় জল সংগ্রহ করার জন্য পাশের একটি ছড়ায় যায়। ছড়াটি লুঙ্গা এলাকায় এবং এলাকাটি গভীর জঙ্গলে ঘেরা।

জল আনতে সেখানে যেতেই পাহাড়ের উপর থেকে পাঁচজন সশস্ত্র জঙ্গী ছড়ার কাছে আসে। তখন পাহাড়ের উপর আরও তিনজন জঙ্গী ছিল। ছড়ায় এসে সেকেরকোটের বাসিন্দা সুভাষ ভৌমিক, বিশালগড়ের বাসিন্দা সুবল দেবনাথ এবং গন্ডাছড়ার বাসিন্দা গণপতি ত্রিপুরাকে বন্দুকের মুখে জোর করে অপহরণ করে পাহাড়ের উপরে উঠে গভীর জঙ্গলের দিকে চলে যায়।

এদিকে, দীর্ঘ সময় যাবৎ এই তিনজন জল নিয়ে ফিরে না আসায় অন্যান্য শ্রমিকরা ছড়ার দিকে ছুটে যায়। বহু খোঁজাখুঁজি করে তাদের সন্ধান না পেয়ে প্রায় দুইশ মিটার দূরত্বে বিএসএফ ক্যাম্পে ছুটে যান এবং বিষয়টি বিএসএফ কর্তৃপক্ষকে জানান। যে এলাকায় বিএসএফের ক্যাম্পটি রয়েছে সেটির নাম বিশ্বাস বিওপি। সেখানে কর্মরত রয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নিগমের মেয়াদ শেষ ২১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল শেষ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। ডিসেম্বর মাসে শেষ হচ্ছে বর্তমান পৌর নিগমের সময় সীমা। পৌর নিগমের সময়সীমা শেষ হওয়ার প্রাক্কালে সোমবার আগরতলা টাউন হলে পুরো নিগমের মেয়র ড প্রফুল্ল জিৎ সিনহার পৌরহিত্যে কাউন্সিলরদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।কাউন্সিলরদের দিয়ে আয়োজিত এই বৈঠকে বিগত দিনগুলিতে পুরো নিগমের বিভিন্ন কাজকর্মের পর্যালোচনা করা হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পুরো নিগমের মেয়র জানান এটি পুরো নিগমের সর্বশেষ কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠক। এই বৈঠকে বিগত দিনের কাজ কর্মের বিস্তারিত পর্যালোচনা হয়েছে। পৌব নিগমের কাউন্সিলর দের নিয়ে এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেলা এগারোটায় শুরু বিকেল তিনটে পর্যন্ত ভারত বনধ ঃ বিকেইউ

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর ।। বিতর্কিত তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে মঙ্গলবার ভারত বনধের ডাক দিয়েছে ভারতীয় কিশান ইউনিয়ন (বিকেইউ)। "ভারত বনধ"-এর জন্য সাধারণ মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তাই বেলা এগারোটা থেকে শুরু হবে বনধ এবং চলবে বিকেল তিনটে পর্যন্ত। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন ভারতীয় কিশান ইউনিয়নের মুখপাত্র রাকেশ তিকাইত।

বিকেইউ-র মুখপাত্র রাকেশ তিকাইত জানিয়েছেন, "আমাদের প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ ছিল এবং শান্তিপূর্ণভাবেই চলবে। মঙ্গলবারের ভারত বনধ বেলা এগারোটা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত চলবে। বিরোধিতা বোঝাতেই আমাদের প্রতীকী প্রতিবাদ। এটাই বোঝানোর চেষ্টা যে, ভারত সরকারের কিছু নীতিকে আমরা মানতেই পারছি না।"

রাকেশ তিকাইত আরও জানান, সাধারণ মানুষের সমস্যা হোক, সেটা আমরা কখনওই চাইব না। তাই বেলা এগারোটা থেকে শুরু হবে প্রতিবাদ, যাতে সকলে সময়ের মধ্যেই অফিসে পৌঁছে যেতে পারেন। বিকেল তিনটের সময় অফিসগুলিতে কাজের সময়ের শেষ হবে। প্রতিবাদ চলাকালীন অ্যাম্বুলেন্স, এমনকি বিয়েবাড়ির যাত্রীদের কোনও বাধা দেওয়া হবে না। নিজেদের কার্ড দেখালেই সকলে যেতে পারবেন।"

ইতিমধ্যেই কংগ্রেস, ডিএমকে, আরজেডি, সমাজবাদী পার্টি, জম্মু-কাশ্মীরের গুপকর জোট, বাম দলগুলি সম্মিলিতভাবেই কৃষকদের ভারত বনধের সমর্থনে বিবৃতি জারি করল। বিরোধীদের সেই বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "আমরা আমাদের সর্বত সমর্থন দিচ্ছি কৃষকদের জন্য। ৮ ডিসেম্বর কৃষকদের ডাকা বনধেও সমর্থন জানাচ্ছি। তিনটি কৃষি আইন কেন্দ্রকে প্রত্যাহার করতেই হবে। সংসদে অগণতান্ত্রিকভাবে এই তিনটি বিল পাশ করায় সরকার। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষকদের ডাকা ধর্মঘটকে সমর্থন জানাল সিপিআইএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে দিল্লিতে আন্দোলন চালাচ্ছে কৃষকরা। কৃষকদের সেই আন্দোলনকে সমর্থন করে সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। একই সাথে ৮ ডিসেম্বর কৃষকরা দেশব্যাপী যে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সেই ধর্মঘটকে সমর্থন করে সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি।

সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক গৌতম দাস। তিনি আশা ব্যক্ত করেন সকল অংশের মানুষ এই ধর্মঘটে সামিল হবে। তিনি আরও বলেন যে আইন গুলি বাতিলের দাবিতে কৃষকরা আন্দোলন করছে, সেই আইন গুলির ফলে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।

এদিকে, এদিন রাজধানী আগরতলা শহরে মিছিল সংগঠিত করেছে বামপন্থী ছাত্র ও যুবসংগঠনগুলি বনধের সমর্থনে।

হাইকমান্ডের পথে হেটে ধর্মঘটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। বন্ধকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস জানান, এআইসিসি ইতিমধ্যেই এই আইন বাতিলের দাবিতে সরব হয়েছে।

রাজ্য কংগ্রেসও এআইসিসির দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে মোদি সরকারের এই আইন বাতিলের দাবি জানায়। তিনি বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার পুঁজিপতিদের স্বার্থেই এই বিলে সংশোধন এনে নতুনভাবে আইন প্রণয়ন করেছে। কিন্তু এই আইন দেশের কৃষকদের স্বার্থবিরোধী। কৃষকদের স্বার্থ না বাঁচাতে পারলে দেশের অস্তিত্বও টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। কারণ কৃষক দুর্বল হলে দেশ দুর্বল হবে। তিনি অভিযোগ করেন, মোদি সরকারের বেশিরভাগ আইন কিংবা প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কর্পোরেট বন্ধুদের জন্য। উদাহরণস্বরূপ তিনি নোটবন্দি ও জিএসটির

কৃষি বিলের বিরুদ্ধে ভারত বনধকে সমর্থন আমরা বাঙালীর

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।। কৃষি বিলের বিরোধিতা করে আগামীকাল ৮ ডিসেম্বর আহূত ভারত বনধ-কে ত্রিপুরায় সমর্থন জানিয়েছে আমরা বাঙালী দল। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেছেন দলের পর্ষদ সম্পাদক দুলাল ঘোষ।

প্রসঙ্গত, কৃষি বিলের বিরোধিতায় কৃষকরা আন্দোলন শুরু করেছেন। এই বিলের বিরোধিতায় আগামীকাল ভারত বনধ-এর ডাক দেওয়া হয়েছে। একে কংগ্রেস, তৃণমূল, বামপন্থী সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমর্থন জানিয়েছে। ত্রিপুরায় বনধ-এর পক্ষে ইতিমধ্যে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস মাঠে নেমে পড়েছে। শাসক দল বিজেপি আজ বিকেল থেকে বনধ-এর বিরোধীতা করে ত্রিপুরায় বিভিন্ন প্রান্তে মিছিল সংগঠিত করবে।

আজ দুপুরে আমরা বাঙালী-র পর্ষদ সম্পাদক দুলাল ঘোষ বলেন, সংসদে কৃষি বিল পাশ হওয়ার পর থেকে দেশীয় পণ্যের দাম হু-হু করে বাড়ছে। অথচ কৃষকরা উপকৃত হচ্ছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএসআরের গাড়ির চাপায় ভবঘুরের মর্মান্তিক মৃত্যু

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এক ভবঘুরের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকালে আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনিতে পশ্চিম আগরতলা থানার সামনে টিএসআর-এর গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে ওই ভবঘুরে গুরুতর আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু হাসপাতালে নেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

আজ সকাল আনুমানিক ১০টা নাগাদ পশ্চিম আগরতলা থানার সামনে টিএসআর-এর বাস একদিক থেকে অন্যদিকে যাওয়ার সময় ওই

ভবঘুরে যুবক গাড়ির নীচে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত পুলিশ-টিএসআর কর্মীরা মিলে তাঁকে উদ্ধার করে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনার প্রেক্ষিতে পশ্চিম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টানা আট মাস পর রাজ্যে স্কুল-কলেজে শুরু পঠন-পাঠন

সোমবার থেকে শুরু হয়েছে পঠন পাঠন। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন থেকে তোলা নিজস্ব ছবি।

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।। করোনা-র প্রকোপে দীর্ঘ আট মাস স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকার পর আজ থেকে ত্রিপুরায় দশম ও দ্বাদশ এবং কলেজে পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে।

এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আজ (সোমবার) প্রথমদিন সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে মহারানি তুলসিবতী উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, কামিনী কুমার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিশুবিহার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উমাকান্ত অ্যাকাডেমি (ইংরেজি মাধ্যম), মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ মহিলা মহাবিদ্যালয়, এমবিবি কলেজ, বিবিএম কলেজে গিয়েছি। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছি। দীর্ঘদিন পর শিক্ষাঙ্গনে এসে তাঁরা অত্যন্ত খুশি। তাঁর দাবি, আজ ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার উপস্থিতির হার ছিল সন্তোষজনক। সরকারি নির্দেশাবলী ও স্বাস্থ্যবিধি ঠিকমতো পালন করা হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেছি।

তিনি বলেন, করোনা-প্রকোপের মধ্যেও শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনলাইনে ক্লাস নিয়েছেন। তাছাড়া, নেইবারহুড ক্লাস এখনও চলছে। স্কুল-কলেজে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সম্মতি নেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, দশম ও দ্বাদশের সাফল্য দেখেই অন্য শ্রেণির পঠন-পাঠন চালু করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা হবে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় করোনা-র প্রকোপ এখন অনেকটা কমেছে। তবুও নিশ্চিন্ত হওয়ার সময় আসেনি। তাই আরেকটু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অন্য শ্রেণির পঠন-পাঠন চালু করা হবে।

মন্ত্রী জানিয়েছেন, এ-বছর বোর্ড পরীক্ষার আগে স্কুলে কোনও পরীক্ষা নেওয়া হবে না। তবে প্রস্তুতিস্বরূপ ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর বোর্ড পরীক্ষা নেওয়া হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচারকালে চুরাইবাড়িতে গাড়ি বোঝাই কাঠ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৭ ডিসেম্বর।। বহি রাজ্যে পাচারকালে ত্রিপুরা অসম সীমান্তে আটক বিপুল পরিমাণ সেগুনের টিম্বার। চুরাইবাড়ি ফরেস্ট বিটের রুটিন তল্লাশিতে গাড়ি সহ আটক ত্রিশ ফুট টিম্বার।উদ্ধারকৃত অবৈধ সেগুন কাঠের টিম্বার ও গাড়ির বাজার মূল্য প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা।বর্তমানে গাড়ি ও সেগুনের টিম্বার গুলি পানিসাগর স্থিত জুড়ী ফরেস্ট প্রটেকশন ইউনিটে রাখা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, প্রতিদিনের ন্যায় উত্তর জেলার ত্রিপুরা অসম সীমান্তের চুরাইবাড়ি ফরেস্ট বিটের ফরেস্টার গৌতম দাস গতকাল উনার বনদপ্তরের কর্মীদেরকে নিয়ে রাতের পেট্রোলিং এ বের হন। রাতের পেট্রোলিং কালে জ্ঞ১১৬/৫৩৩৫ নম্বরের সিলভার কালারের একটি মারুতি ওমনি গাড়িকে দেখে সন্দেহ হয়। তখন ফরেস্ট পেট্রোলিং এর গাড়ি নিয়ে মারুতি গাড়ির পিছু ধাওয়া করলে অবস্থা বেগতিক দেখে ওমনি গাড়ির চালক চুরাইবাড়ি থানাধীন খাদিমপাড়া সংলগ্ন এলাকার ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের পাশে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বার্থে আঘাত পড়েছে, তাই কৃষি বিলের বিরোধিতা হচ্ছে, ভারত বনধ প্রত্যাখানের আর্জি বিজেপির

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।। কৃষি বিল প্রত্যাহারের দাবিতে প্রস্তাবিত ভারত বনধ-এর তীব্র বিরোধিতা করেছে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি। সোমবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে দলের মুখপাত্র নবেন্দু ভটাচার্য বলেন, স্বার্থে আঘাত পড়েছে, তাই কৃষি বিলের বিরোধিতা করা হচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় এই বিরোধিতার কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। কারণ, বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার ক্ষমতায় এসেই কৃষকদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা হচ্ছে। বনধ-এর অন্যতম হোতা বামপন্থীরা দীর্ঘসময় ত্রিপুরায় ক্ষমতায় থেকেও সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের ব্যবস্থা করেননি, তোপ দাগেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, আগামীকাল ভারত বনধ ডাকা হয়েছে। অথচ, ত্রিপুরায় এই বনধ-এর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। তাঁর দাবি, কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকার বিল এনেছে। স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ মেনেই বিল-এ বিভিন্ন বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। অথচ, বামপন্থীরা এক সময় ওই স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ কার্যকরের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন। আজ তাঁরাই ভারত বনধ করতে চাইছেন। নবেন্দু কটাক্ষের সুরে বলেন, কৃষকদের শোষণ করে অর্থের প্রাসাদ তৈরি করেছেন যাঁরা, এই বিল তাঁদের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় হাহাকার শুরু হয়ে গেছে।

তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে বলেন, দীর্ঘ সময় ত্রিপুরায় ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও, বিধানসভায় বহুবার দাবি রাখা হলেও ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় হয়নি কেন? তখন শুধুই কেন্দ্রের দোহাই দেওয়া হতো। অথচ, আজ কৃষকদের মুখে হাসি ফুটেছে। বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। তাঁর সাফ কথা, জমির সাথে সরাসরি যুক্ত কৃষকদের উপকৃত হওয়ার লক্ষ্যেই মোদী সরকার এই কৃষি বিল এনেছে। এখন স্বার্থের জন্য বিলের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

তিনি জোর গলায় বলেন, আগামীকাল ত্রিপুরার জনজীবন স্বাভাবিক থাকবে। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ যথারীতি খোলা থাকবে। যানবাহন প্রতিদিনের মতোই চলাচল করবে। তাতে কারোর কোনও অসুবিধা যাতে না হয় তার জন্য যুব ও মহিলা মোর্চার কার্যকর্তারা সর্বত্র নজর রাখবেন। প্রয়োজনে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাবেন তাঁরা। তিনি আবারও মনে করিয়ে দেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে অটো চালকদের পথ অবরোধ, দুর্ভোগ চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। ঊনকোটি জেলা শহরের লক্ষ্মীপুর এলাকায় সোমবার অটো শ্রমিকরা পথ অবরোধ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। আন্দোলনে শামিল হয়ে তারা অভিযোগ করেছেন টমটম এবং অন্যান্য কিছু যানবাহনকে নো এন্ট্রি পয়েন্ট দিয়ে অবাধে যাতায়াত করতে দেওয়া হচ্ছে।

অথচ অটো রিক্সা গুলিতে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে ট্রাফিক দপ্তর ট্রাফিক দপ্তরের এ ধরনের অনমনীয় মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তারা পথ অবরোধ আন্দোলনে শামিল হয়। আন্দোলনকারীরা জানিয়েছে তাদের কে নো এন্ট্রি আওতা থেকে বাদ দিয়ে যাতায়াতের সুযোগ দিতে হবে। শুধু তাই নয় শহর এলাকায় টমটম প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে।অটোচালকদের পথ অবরোধ আন্দোলনের ফলে সোমবার সকাল থেকেই কৈলাসহরে দুর্ভোগ চরমে আকার ধারণ করে।

অবরোধের ফলে ওই সড়ক দিয়ে কোন ধরনের যানবাহন চলাচল করতে পারেনি।অবরোধের খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।পথ অবরোধ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে প্রশাসনের কর্মকর্তারা আলোচনায় সামিল হন।বিষয়টি খতিয়ে দেখে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। তারপরও তারা আপাতত অবরোধ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

আগরতলায় হাতেনাতে ধৃত দুই চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। সোমবার দিন দুপুরে রাজধানী আগরতলা শহরের শংকর চৌমুহনী এলাকায় নির্মাণসামগ্রী চুরি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়েছে দুই চোর। আটক দুই চোরের নাম হল দীপ ভট্টাচার্য এবং প্রসেনজিত রায়। স্থানীয় জনগণ নির্মাণসামগ্রী চুরি করার সময় ওই দুই যুবককে হাতেনাতে আটক করে উত্তম-মধ্যম দেন।

উত্তেজিত জনতার গণপ্রহারে ওই দুই যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে।ঘটনার খবর পেয়ে রামনগর আউট পোস্ট এর পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। সেখান থেকে আটক দুই চোরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।এ ব্যাপারে পুলিশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরির দাবিতে লাগাতার গণঅবস্থানে বসলেন চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকরা

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।। চাকরির দাবিতে লাগাতার গণ-অবস্থানে বসেছেন চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী তাঁদের তিনটি সংগঠন যৌথভাবে আজ সোমবার এই আন্দোলনে শামিল হয়েছে। তাঁদের সাফ কথা, চাকরি প্রদানে সরকারের লিখিত প্রতিশ্রুতি মিললেই আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের ভুল নীতির কারণে চাকরির জন্য ২০১৪ সালে ত্রিপুরা হাইকোর্ট ১০,৩২৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল করেছিল। এর পর সুপ্রিম কোর্টও তাঁদের চাকরি বাতিলে হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছিল। তবে ত্রিপুরায় বিদ্যালয় পরিচালনায় অসুবিধার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে তাঁদের অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগে অনুমতি দিয়েছিল। গত ৩১ মার্চ সমাধানের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছেন।

তাঁদের অ্যাডহক ভিত্তিতে চাকরির মেয়াদ সমাপ্ত হয়ে গেছে। ফলে, তাঁরা এখন চাকরির স্থায়ী অবশ্য ত্রিপুরায় বিজেপি-আইপিএফটি জোট তাঁদের চাকরির যাওয়ার পর লকডাউনের সময় আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল। এমন-কি, তাঁদের জন্য শূন্যপদ খুঁজে বরে করেছে। ইতিমধ্যে ৪,০০০ অশিক্ষক পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে সরকার। শুধু তা-ই নয়, সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের ওই অশিক্ষক পদে নিয়োগে বয়সের ছাড়ও দেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বেও চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের টেট পরীক্ষায় বসার জন্য বিএড ছাড় দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি অশিক্ষক পদে নিয়োগে পরীক্ষার বন্দোবস্ত রয়েছে। কিন্তু চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা তাতে সন্তুষ্ট নন।

আজ গণ-অবস্থানে অংশগ্রহণকারী চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির সদস্যা ডালিয়া দাস বলেন, ত্রিপুরা সরকার নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আমাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করবে। অথচ, বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার ক্ষমতা আসার এতদিন পরও সমস্যা সমাধানের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৬০ ▫ ৮ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ▫ ২২ অগ্রহায়ণ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

কৃষক আন্দোলন কিসের ইঙ্গিত?

কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি নীতির প্রতিবাদে গোটা দেশ জুড়িয়া কৃষক আন্দোলন জোরদার হইতেছে।কেন্দ্রীয় সরকার অবস্থানে অনড় থাকিবার ফলশ্রুতিতে কৃষকরা আন্দোলনকে আরও তেজি করিবার অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছে।দেশের বামপন্থী সংগঠনগুলি সহ বিভিন্ন সংগঠন এ আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাইয়াছে। ৮ ডিসেম্বর তাহারা দেশ জুড়িয়া ধর্মঘটের ডাক দিয়াছে। তাহাতে পরিস্থিতি আরো উদ্বেগজনক আকার ধারন করিবার আশঙ্কা বাড়িয়াছে। অবশ্য নরেন্দ্র মোদী বিক্ষুব্ধ কৃষকদের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন, তাঁহারা কেন্দ্রীয় সরকারের সদিচ্ছায় বিশ্বাস রাখুন। আবেদনটিকে নির্বিষ বলা চলিবে না, তাহার মধ্যে বিরোধীদের প্রতি উদ্দিষ্ট একটি হুলও আছে। তাঁহার বাণী: কৃষকরা অতীতে বার বার ঠকিয়াছেন, তাই সরকারের কথায় ভরসা রাখা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হইবে না, নয়া কৃষি আইনে তাঁহাদের মঙ্গলই হইবে। স্পষ্টতই, দেশের প্রধানমন্ত্রী কৃষক আন্দোলনকে উপলক্ষ করিয়া 'আমরা বনাম ওরা' মডেলের ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়িবার স্থূল রাজনীতি হইতে আপনাকে বিরত রাখিতে পারেন নাই। এমন আকুল আবেদনে চিঁড়া ভিজিবে কি না, মহাবলী প্রধানমন্ত্রীও অবশ্য সেই প্রশ্নের উত্তর জানেন না। তবে তিনি এবং তাঁহার পারিষদরা বিলক্ষণ জানেন, তাঁহারা আপাতত স্বখাত সলিলে। কমিটি বসাইয়া অবস্থা সামাল দিবার প্রাচীন কৌশলটিও, অন্তত প্রথম দফায়, কাজ করিল না। সমস্ত প্রতিবাদ আন্দোলনকে ছলে বলে কৌশলে দমন করিয়া রাজ্যপাট চালাইবার যে রীতিতে তাঁহারা অভ্যস্ত, সংগঠিত কৃষকদের প্রবল প্রতিস্পর্ধার সম্মুখে এখনও পর্যন্ত তাহা কেবল পর্যুদস্ত নহে, দিশাহারা।

যে দাবিতে পঞ্জাব হরিয়ানার মতো অঞ্চলগুলির কৃষকদের এই বিক্ষোভ, তাহাকে অযথা মহিমান্বিত করিবার কোনও সুযুক্তি নাই, ইহা গোষ্ঠীস্বার্থের দাবি। নূতন কৃষি নীতির ফলে এপিএমসি নামক বিশেষ ব্যবস্থাকে কার্যত নিষ্ক্রিয় করিয়া খোলা বাজারে কৃষিপণ্যের বিপণন চালু করিবার নববিধানটি বলবৎ হইলে এক দিকে অতিকায় মান্ডিগুলির মাধ্যমে চাল-গমের মতো গুরুত্বপূর্ণ শস্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের স্থিতাবস্থা ভাঙিয়া যাইবে, অন্য দিকে এই ধরনের শস্যের জন্য সরকারি ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের রক্ষাকবচটিও ক্রমে বিসর্জন দেওয়া হইবে এই আশঙ্কাতেই প্রধানত উত্তর-পশ্চিম ভারতের সম্পন্ন কৃষক তথা কৃষিপণ্যের কারবারিরা শঙ্কিত। তাঁহারা মুক্ত বাজার চাহেন না, কারণ নিয়ন্ত্রিত বাজারের চাবিকাঠি তাঁহাদের করায়ত্ত। ভারতীয় কৃষি যে উদার আর্থিক নীতির সুযোগ হইতে বহুলাংশে বঞ্চিত, তাহার একটি বড় কারণ এই ক্ষমতাশালী স্বার্থগোষ্ঠীর ধারাবাহিক বিরোধিতা। যত বার কৃষি নীতির সংস্কারের উদ্যোগ হইয়াছে, তত বারই তাঁহারা প্রবল ভাবে বাধা দিয়াছেন এবং সরকার পিছু হটিয়াছে, অনেক সময় উদ্যোগপর্বেই থামিয়া গিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী অতিমারি পরিস্থিতির সুযোগে সংসদে যেন তেন প্রকারেণ কৃষি বিল পাশ করাইয়া লইয়াছিলেন। এখন যাহা ঘটিতেছে, তাহা সেই জবরদস্তির প্রতিক্রিয়া। গণতান্ত্রিক রাজনীতির আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্কের দাবিকে ন্যায্যমূল্য চুকাইয়া না দিলে ধূমায়িত প্রতিবাদ বিক্ষোভ রাস্তার রাজনীতিতে ফাটিয়া পড়ে, আগে অথবা পরে। ইতিপূর্বেও দেখা গিয়াছে, যেমন প্রায় তিন বছর আগে কৃষকদের 'লং মার্চ'-এ, কিংবা এক বছর আগে দিল্লির শাহিনবাগে। এখন সেই প্রক্রিয়াতেই কৃষকরা ঘোষণা করিতেছেন: দিল্লি চলো। এখানেই এই আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য। একটি স্বার্থগোষ্ঠীর নিজস্ব প্রতিবাদ এই ভাবেই রাষ্ট্রীয় দমন নীতির বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের প্রতিস্পর্ধার প্রতীক এবং হয়তো বা বৃহত্তর প্রতিস্পর্ধার অনুঘটক হইয়া উঠিতে পারে, এই মুহূর্তের উত্তর ভারতে তাহার নূতন ইতিহাস রচিত হইতেছে। নরেন্দ্র মোদীর গঙ্গাজলে ইহার গভীর তাৎপর্য মুছিবে না। প্রকৃতপক্ষে কৃষক আন্দোলন থামাইতে হইলে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারকে সংযমী মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যতায় কৃষক আন্দোলন থামাইবার যে কোন ধরনের প্রয়াস ব্যর্থ হইবে।

বাংলায় আইন শৃঙ্খলা নিয়ে অভিযোগ বিজেপি-র জাতীয় মুখপাত্রর

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : বাংলায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে বলে অভিযোগ করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ এবং বিজেপি-র জাতীয় মুখপাত্র রাজু বিস্তা।

সোমবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ পশ্চিমবঙ্গে একনায়কতান্ত্রিক তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার (বিজেওয়াইএম) আয়োজিত শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক প্রতিবাদে নির্মমভাবে হামলা চালিয়েছিল, যার ফলে আমাদের একজন কার্যকর্তা গজলডোবার উলেন রায় মারা গেলেন। এছাড়াও বিজেপির কয়েকশ কর্মীকে নির্মম অত্যাচার, এবং কয়েকশ যুবককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে, নির্মমভাবে মারধর করেছে।

টিএমসি সরকারের উদাসীনতার প্রতিবাদে উত্তরবঙ্গ জুড়ে যুবকরা যে বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নিয়েছিল, তা মূলত উত্তরবঙ্গ জুড়ে অনুন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সমস্যা এবং মানুষের সমস্যাকে তুলে ধরতে চেয়েছিল। বাংলায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে এবং এখানকার লোকেরা সরকার এবং পুলিশ থেকে নিরাপদ নয়। গত দু"বছরে, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৫০ জন বিজেপি কার্যকর্তাকে হত্যা করা হয়েছে কেবল তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্য।

উত্তরবঙ্গে, সরকার উত্তরকন্যা মিনি-সচিবালয় গঠন করেছে, যা কেবল নামসর্বস্ব। মিনি সচিবালয় দুর্নীতি, কাটমানি, স্বজনপোষন এবং জনগণের অর্থ অপচয় করার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এই অফিস টিএমসি গুন্ডাদের কাটমানি সংগ্রহের কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনও কাজই করেনা। এমনকি কাস্ট সার্টিফিকেট, ডিজিটাল রেশন কার্ড ইত্যাদির মতো একটি ছোট্ট নথির জন্যও উত্তরবঙ্গের মানুষকে এক বছরেরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়। এই অফিসের ব্যবহার কী? সরকারী কোষাগারের এই তছরূপ বন্ধ করে দেওয়া দরকার।

আগে সিপিআইএম এবং এখন টিএমসি উত্তরবঙ্গকে বৈষম্য এবং অবহেলা করে চলেছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিশাল সম্ভাবনা সত্ত্বেও যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের কোনও সুযোগ নেই, যার কারণে আমাদের অঞ্চল থেকে প্রতিভা অন্যত্র চলে যাচ্ছে। জমি মাফিয়া, অবৈধ নির্মাণ, খনন, পাচার ও সিন্ডিকেট রাজ আজকের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, জল, নিকাশী, নর্দমা ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, বার্ধক্য পেনশন, বিধবা পেনশন, এবং সরকারী কল্যাণ প্রকল্পের মতো প্রাথমিক সুবিধাগুলি থেকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বিশেষত সরকারি হাসপাতালগুলি চিকিৎসক, নার্স এবং কর্মচারীদের অভাবে মারাত্মকভাবে ধুঁকছে।

আজকের জমায়েতটি, একটি গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ ছিল তৃণমূল সরকারকে এটা বোঝাতে যে বাংলার মানুষ যথেষ্ট দেখেছে এবং আর তারা অন্যায় সহ্য করবে না। আজ জনসভায় বিপুল জমায়েত এটাই ইঙ্গিত করে যে মানুষ বিজেপির সঙ্গে আছে এবং আমাদের দূরদর্শী নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে মানুষ পরিবর্তন চায়।

তৃণমূল ভয় পেয়েছে যার জেরে পুলিশ এবং তৃণমূলের গুন্ডাদের আদেশ দেওয়া হয় শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে অত্যাচার করতে এবং এর ফলস্বরূপ আমাদের কার্যকর্তা উলেন রায়ের নির্মম মৃত্যু ঘটে এবং শতাধিক কার্যকর্তা আহত হন।

যাঁরা এই নির্মম ঘটনায় যুক্ত তাঁদের প্রত্যেকের বিচার হবে। আমি ঈশ্বরের কাছে উলেন রায়ের পরিবারের সদস্যদের শক্তি প্রদানের জন্য প্রার্থনা করছি। এই অপূরণীয় ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য।"

নিশ্চিত আয়—অ্যানুইট প্ল্যানের বর্ণপরিচয়

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

ব্যাঙ্কের মেয়াদি আমানত, অন্যান্য সঞ্চয় প্রকল্পে গত কয়েক বছর ধরে কিছুদিন অন্তর অন্তর যেভাবে সুদের হারের ওপর কোপ পড়ছে, তাতে প্রবীণদের একটা বড় অংশ আতান্তরে। তাঁরা ভাবতে পারছেন না—এভাবে আর্থিক সংস্থাগুলি যদি সুদ ছাঁটাই করতে থাকে তবে তাদের বাকি দিনগুলিতে আর্থিক হাল কী হতে পারে। শুধু প্রবীণরা কেন, যাঁরা অবসর জীবনের কথা ভেবে সঞ্জয় করেন, তাঁরাও বুঝতে পারছেন না কোন পথে, কোথায় বিনিয়োগ? ঝুঁকির বাজারে যাঁরা যেতে স্বচ্ছন্দ্য নন, ভাবনা তাঁদের আরও বেশি।

পড়তে সুদের বাজারে প্রবীণ থেকে শুরু করে সাবই খুঁজছেন নিশ্চিত আয়ের গ্যারান্টি আছে এমন কোনও বিনিয়োগের রাস্তা। প্রধানমন্ত্রী বয়ঃবন্দনা যোজনা, প্রবীণ নাগরিকদের সঞ্চয় প্রকল্প—এই দুটি প্রকল্পে সাম্প্রতিক কালে সুদ কমানো হলেও কয়েক বছর নিশ্চিত আয়ের নিশ্চয়তা আছে। এই দুই চেনা প্রকল্প (শুধুমাত্র প্রবীণদের জন্যই) ছাড়া অনেক এখন বার্ষিক বৃত্তি প্রকল্প বা অ্যানুইটি প্রকল্পের কথা বলছেন। আর এই প্রকল্পে শুধুমাত্র প্রবীণরাও নন, সব বয়সীরা যোগ দিতে পারেন। এই ধরনের প্রকল্প নতুন না হলেও, অনেকের কাছেই একটু গোলমালে বলে মনে হয়। আমাদের আজকের প্রয়াস বার্ষিক বৃত্তি বা অ্যানুইটি প্ল্যান একটু সহজভাবে তুলে ধরা। প্রথমেই বলা ভালো—এই ধরনের প্রকল্প যেমন ব্যাঙ্কের আছে, তেমনই আছে বিমা সংস্থা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের। সংস্থা ভেদে এই ধরনের প্রকল্পের ফারাক অবশ্যই আছে। এজন্য আমরা সাধারণভাবে প্রকল্পের কথা তুলে ধরব। প্রাথমিক ধারণা তৈরিই এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য।

বার্ষিক বৃত্তি প্রকল্প কী?

বার্ষিক বৃত্তি প্রকল্প বা অ্যানুইট (আমরা পরবর্তী সময়ে শুধুমাত্র অ্যানুইটি বলব) হল বার্ষিক বৃত্তি প্রাপক বা যিনি এককালীন বা সময়ভিত্তিক ভাবে অর্থ বিনিয়োগ করছেন তার সঙ্গে আর্থিক সংস্থার (ব্যাঙ্ক, বিমা সংস্থার মতো প্রতিষ্ঠানে) একটি চুক্তি। আর্থিক সংস্থায় বিনিয়োগের জন্য সেই সংস্থা বিনিয়োগকারীকে নির্দিষ্ট মেয়াদ বা আজীবন নির্দিষ্ট হারে নির্দিষ্ট সময়ে অর্থ প্রদান করে। যিনি এই টাকা পাচ্ছেন তিনি কীভাবে কতদিন অন্তর কত টাকা পাবেন, কতদিন পাবেন অ্যানুইটি প্রকল্প বাছাইয়ের উপরে তা নির্ভর করে।

ভিত্তিতে প্রাপক তার বৃত্তি নিতে পারেন। তবে এই ব্যাপারটি কিন্তু প্রকল্পে টাকা লগ্নির সময়ই জানাতে হয়। অ্যানুইটি কত রকম? অ্যানুইটি মূলতক দু'রকম। একটি হল—অবিলম্ব বি বিলম্বহিনীন আর

অন্যটি অবিলম্বের ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ বিলম্বিত। প্রাপ্তি যোগ অর্থ বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে নয়, চুক্তিমতো নির্দিষ্ট সময়ের পরে অর্থাৎ বিলম্বিত। অবিলম্বে প্রকল্পে বিনিয়োগকারী এককালীন অর্থ বিনিয়োগ করেন আর বিনিয়োগকারী চুক্তিমতো বৃত্তি বা পেনশন সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যান। কতদিন পাবেন, কতদিন পরে পাবেন, তা নির্ভর করে প্রকল্পের উপর। কোনও কোনও প্রকল্পের আমৃত্যু এই টাকা পাওয়া যায়। এমনকি মৃত্যুর পরে স্ত্রী বা স্বামী এই বৃত্তি পেতে থাকেন।

অন্যদিকে বিলম্বিত অ্যানুইটিতে এককালীন ভাবে বা একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে কিস্তিতে কিস্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করার পর বিনিয়োগকারী নির্দিষ্ট সময়ের পর আর প্রদেয় অর্থরাশি থেকে টাকা বৃত্তি পেতে থাকেন। অনেক চাকুরিজীবনে এইভাবে বিনিয়োগ করার পর অবসর জীবনে এ বৃত্তি পেতে থাকেন। বিলম্বিত অ্যানুইটি আরেকটি ধরন হল—এককালীন অর্থ বিনিয়োগ করেও সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি নেওয়া। অ্যানুইটির এই দু'ভাগের আলোচনার পর বিভিন্ন সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্প থাকলেও সাধারণভাবে সব সংস্থার যেসব প্রকল্প দেখা যায় আমরা আসছি সেই আলোচনায়।

অ্যানউইটি বা পেনশন কত?

বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনার আগে আর একটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকা খুব জরুরি। পেনশন বা বৃত্তি কতটা পাবেন তা যেমন প্রকল্পের ধরনের উপর নির্ভর করে, তেমনই নির্ভর করে বৃত্তি বা পেনশন প্রাপকের বয়স, লগ্নির পরিমাণের উপর।

এবার প্রকল্প কথা, (১) সারা জীবন বৃত্তি/ পেনশনঃ এককালীনভাবে এই ধরনের প্রকল্পে লগ্নি করার পর আমৃত্যু বৃত্তি বা পেনফন মেলে। পেনশনের পরিমাণ নির্ভর করে লগ্নির অঙ্ক বা বয়সের উপর। প্রাপকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি / পেনশন বন্ধ হয়ে যায়। মনোনীত কেউ লগ্নির কোনও টাকা পান না। বার্ষিক, ষান্মাষিক, ত্রৈমসিক বা মাসিক ভিত্তিতে অ্যানুইটি/ বৃত্তি পাওয়া যায় পছন্দ বাছাইয়ের উপর।

একটি সরকারি বিমা সংস্থার এ ধরনের প্রকল্পের একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা যাক, কোনও ব্যক্তির বয়স যখন ৪০ বছর, তখন তিনি আজীবন বৃত্তি এই প্রকল্পে ১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করলেন এই লগ্নির জন্য সারাজীবন ৬২ হাজার ৩২ হাজার ৪৩৮ টাকা পাবেন। এই টাকা তিনি মাসে মাসে, তিন মাসে একবার ৬ মাসে একবার —এভাবে ভাগ করে নিতে পারেন। অন্যদিকে, কোনও ব্যক্তির বয়স যখন ৭০ বা ৮০ বছর তখন তিনি এই প্রকল্পে লগ্নি করলে পাবেন, যথাক্রমে, ১,০৫,১৭৬ টাকা ও ১, ৭১,৫৭৮ টাকা। অর্থাৎ লগ্নির পরিমাণ একই থাকলে বয়স বেশি হলে প্রাপ্তি যোগ বেশি। অর্থাৎ, লগ্নির ওপর রিটার্ন বেশি। কারণটি সহজেই বোধগম্য। বয়স বেশি মানেই বিমা/ ব্যাঙ্ক, যারা বয়স্ক তত্রাদ্দর দায় তাদের বেশি টানতে হবে না। আর বৃত্তি পেনশন প্রাপকের মৃত্য হলে সংস্থাকে মনোনীত কোনও ব্যক্তিকে টাকা ফেরত দিতে হয় না বলে সুদের হার অ্যানুইটি প্ল্যানের অন্যান্য প্রকল্প থেকে রিটার্ন বা সুদের হার বেশি হয়।

(২) স্বামী স্ত্রী দু'জনেই পাবেন/ জয়েন্ট লাইফঃ এই ধরনের প্রকল্পে স্বামী বা স্ত্রী যিনি লগ্নি করছেন, তিনি আমৃত্যু বৃত্তি তো পাবেনই, তাঁর অবর্তমানে অপরজন ওই এখই হারে বৃত্তি পেয়ে যাবেন। দু'জনের মৃত্যুর পরে আর কেই বৃত্তি পাবেন না,পাবেন না লগ্নিকৃত অর্থরাশিও। এই ধরনের প্রকল্পে সাধারণত এক স্বরে উল্লিখিত প্রকল্পের চেয়ে সুদের/ রিটার্নের হার কম হয়ে থাকে। কারণ দু'জনের ব্যাপার আছে। (৩) চুক্তিবদ্ধ সময়ঃ এই প্রকল্পে লগ্নিকারি যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন বৃত্তি পেনশন পাবেন নির্দিষ্ট হারে। এই প্রকল্পে থাকে চুক্তিবদ্ধ সময়ে কথাও--- সাধারণভাবে ৫/১০/১৫/২০ বছর। লগ্নিকারির চুক্তিবদ্ধ সময়ের মধ্যে মৃত্যু না হলে তার মনোনীত ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ সময় পর্যন্ত পেনশন বা বৃত্তি পেয়ে যান। চুক্তির বছর মেয়াদ শেষ হলে আর কোনও পেনশন পাওয়া যায় না। লগ্নির টাকাও মনোনীত ব্যক্তি ফেরত পান না।

এতক্ষণ আমরা যে তিনটি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করলাম, সেগুলিতে মৃত্যুর পরে লগ্নির টাকা আর ঘরে ফেরে না, লগ্নি সংস্থার চলে যায়। মনে হতে পারে অ্যানুইটি প্ল্যানে বোধ হয় লগ্নির টাকা ফেরত পাওয়া যায় না। না, একেবারে ঠিক কথা নয়। ফেরত পাওয়া যাবে বা পাওয়া যাবে না তা নির্ভর করে প্রকল্প বাছাইয়ের উপর। এবার আমরা বিভিন্ন সংস্থায় লগ্নি টাকা ফিরিয়ে দেবার যে প্রকল্প আছে, তার দু'টারটে তুলে ধরছি। (৪) এখক বা যুগ্ন (স্বামী/ স্ত্রী(এককভাবে বা যুগ্মভাবে লগ্নি করার পর লগ্নিকারি (বয়স/ এক লপ্তে কত টাকা লগ্নি করা হয়েছে সে অনুপাতে) নির্দিষ্ট হারে পেনশন পেতে থাকেন। লগ্নিকারীর অবর্তমানে তার মনোনীত জন লগ্নির টাকা ফেরত পেয়ে যান।

(৫) পেনশন বৃদ্ধিঃ বিভিন্ন সংস্থার যেসব অ্যানুইটি প্ল্যান আছে, তার মধ্যে বার্ষিকভাবে পেনশন বৃদ্ধির মতো প্রকল্পও রয়েছে। যিনি লগ্নি করছেন, তিনি সারাজীবন বৃত্তির বা পেনশন পাবেনই , তবে একই হারে নয়। প্রতিবছর এই পেনশন একটি নির্দিষ্ট হারে (৩.৪ শতাংশ) বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের প্রকল্পে সাধারণত লগ্নিকারীর মৃন্তযর সঙ্গে সঙ্গেই পেনশন বন্ধ হয়ে যায়, লগ্নিকৃত টাকা সংস্থা থেকে পাওয়া যায় না। আমরা একটি সরকারি বিমা সংস্থার দৃষ্টান্ত আগে তুলে ধরেছিলাম। যেসব প্রকল্পে লগ্নির টাকা ফেরত পাওয়া যায়, সেখানে লগ্নির রিটার্ন বা সুদ অবশ্যই করা হয়। আমরা যে তিন বয়সীদের কথা আগের দৃষ্টান্তে উল্লেখ করেছিলাম, তাঁরা যদি বছরে বছরে পেনশন বৃদ্ধি প্রকল্পে ১০ লক্ষ টাকা লগ্নি করেন, তাহলে বছরে পাবেন ৪০ বছর বয়সী ৪৫ হাজার ২০০ টাকা, ৭০ বছর বয়সী ৮৮ হাজার ৪০ টাকা, আর ৮০ বছর বয়সী ১ হাজার ৫১ হাজার ৯৯৪ টাকা। এই টাকা প্রতিবছর বাড়বে চুক্তিবদ্ধ হারে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বৈষয়িক সামঞ্জস্য বজায় রেখে পরম লক্ষ্যের পানে চলতে হবে

এইচ এন মাহাতো

ভারতের আর্থিক অবস্থা বিপর্যয়ের কারণ সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদের শোষণ। জাতপাতের বিভেদ বিদ্বেষের ফলে সামাজিক জীবন পিছিয়ে পড়েছে। অন্যদিকে আর্থিক বৈষম্যের জন্য বাজারে আর্থিক মন্দা সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থের চক্র গতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। বর্তমানে দেশের ৮৫ শতাংশ সম্পদ ৫ শতাংশ ব্যাক্তি পুঁজিবাদী বা বহুজাতীয় সংস্থার হাতে কুক্ষিগত বা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে সারা দেশের আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। ভারতের আর্থিক মন্দা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের ভুলনীতি যেমন নোট বন্ধি, জিএসটি, নেতা মন্ত্রীদের বিদেশে ভ্রমণের কোটি কোটি টাকা খরচ, রাজ্যে জয়ের নামে এম এল এদের কোটি টাকা টাকায় কেনা, উন্নয়ন প্রকল্পের টাকা অন্য অপ্রয়োজনীয় খাতে খরচ, সরকারের নেতা মন্ত্রীদের ঠাট বাট সামলাতে বেহিসাবি খরচ, আর্থিক লাভজনক প্রতিষ্ঠান গুলোকে দেশী ও বিদেশী পুঁজিবাদীদের বিক্রি করা, কোটি কোটি টাকা পুঁজিবাদীদের ঋণ মকুব করে তাদেরকে বিদেশে পালিয়ে যেতে সাহায্য করা ইত্যাদি, অথচ ক্ষুদ্র চাষি বা কারখানার মালিকদের ঋণ মকুব না করে তাদেরকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনেকগুলি ভুল ও বেহিসাবি নীতির ফলে ভারতকে আজ চরম আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হয়েছে। এর সঙ্গে নানাভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামির নামে বলপূর্বক ভাষা, সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্ব বিকাশের পর রুদ্ধ করে বাইরে কিছু নিম্ননামের ভাষা সংস্কৃতি ও মতবাদের গোঁড়ামি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমন একটি দেশে মন্দির অথবা মসজিদের নামে কোটি কোটি টাকা খরত করা হচ্ছে। সরকার বলছেন আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। ভারতের অনেক মন্দির মসজিদ আছে যাদের ট্রাস্টিগুলো হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক, সেই দেশের মানুষ কীভাবে গরিব হয়? সরকারের কোষাগারে কোন খামতি আছে?।

ভারতের সহজাত স্বভাবকে তোয়াক্কা না করে ভারতের সংবিধানকে ঠুটো জগন্নাথ তৈরি করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার ঘটি, বাটি, রেল, বিমান, বিমানবন্দর, রেলস্টেশন, পেট্রোলিয়াম ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান গুলোকে বিক্রি করে দেশটাকে রসাতলে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রীর কথায় ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিচালনা করতে হলে এছাড়া কোন পথ খোলা নেই। অথচ নির্বাচনে রাজ্যে জয়ের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করতে দেখা যাচ্ছে। একদিকে খরচের বাহার, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় আর্থিক দৈনদশা দেখে কেমন খটকা লাগছে জনসাধারণের মনে। কোনটা সত্যি? সত্যি সেলুকাস কী বিচিত্র ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবহার। এর থেকে ভারতীয়দের কী মুক্তি নেই?

এবার একটু অন্য পথে অর্থনৈতিক চিন্তা করে দেখা যাক। ভারত মূলত নদীমাতৃক ও কৃষি প্রধান দেশ। এখানকার পরিকল্পনা হওয়া উচিত প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করে কিভাবে সাধারণ মানুষের আর্থিকউন্নত করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে। সাধারণ মানুষের হাতে টাকা যত বেশি রোলিং বা বিনিময় হবে দেশে অর্থনীতি তত বেশি শক্তিশালী হবে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবনা শুধুমাত্র কয়েকটি অর্থনৈতিক পুঁজিবাদীকে বাঁচিয়ে রাখার। এই কারণে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে। কৃষি ও কর্ষকদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য দরকার একটি মাস্টার প্ল্যান। যেমন পাঞ্জাব হরিযানার শুকনো জমিকে ভাকরা ও নাঙ্গাল বাঁধ দিয়ে নদীর জলধারাকে খালের মাধ্যমে সেখানে ২/৩ ফসলি জমিতে রূপান্তরিত করায় ওই অঞ্চলের উন্নয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। তেমনি ভারতের নদীগুলোর জলকে বহুমুখী পরিকল্পনার মাধ্যমে আর্থিক উন্নত করতে পরিকল্পনা নেওয়া। দুইটি নদীকে সংযুক্ত করে নতুন নতুন জলাধার করাও সেই জলকে সেচের কাজে লাগানো। নদীর নাব্যতাকে কাজে লাগিয়ে সুলভ পরিবহণ ব্যবস্থা করা। নদীতে মৎস্য চাষ ও হাঁস বা ওই ধরনের প্রাণীর চাষের ফলে আর্থিক উন্নতি করা সম্ভব। নদী বা খালের পার দিয়ে নারিখেল, খেজুর বা নানা প্রকারের ফলের গাছ লাগিয়ে স্থানীয় মানুষের আর্থিক উন্নতি করা। কৃষিজ সম্পদকে বিভিন্ন রকমের ব্যবহার করতে কৃষি ভিত্তিক ও কৃষি সহায়ক শিল্পের জন্য খালের জলকে ব্যবহার করা। বড় বড় শিল্পের জন্য জলের প্রয়োজনে খালের জলের সদ উপয়োগ করা। নদীকে কেন্দ্র করে কম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে গ্রাম ও শহরকে সহজেই আলোক ভরিয়ে দ্যেয়া যেতে পারে। ভারতের অর্থনৈতিক বুনিয়াদিকে শক্তিশালী করতে হলে অর্থনৈতিক, সমাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্যকে, বৈদেশিক, কর্মসংস্থান ইত্যাদি ইত্যাদি সকলদিক একটি সুসামঞ্জস্য পরিকল্পনা থাকা দরকার। আজকের সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী বা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী বা জড়বাদী মৌলবাদী সে হিন্দু হোক মুসলিম জৈন খৃষ্টান যে মতবাদী হোক না কেন সকলের মধ্যেই একটি সীমাবদ্ধতা আছে। কারোর দ্বারাই পৃথিবীর সৃষ্টির কারোর প্রতি পূর্ণ মর্যাদা ও মূল্যায়ম করা সম্ভব নয়। মানুষের জীবন হলোসামাজিক অর্থনৈতিক সমতা রেখে আধ্যাত্মীক প্রবাহ। সৃষ্টির সকলকেই মানুষের রক্ষা করা কর্তব্য। একে তিনি। "নব্য মানবতাবাদ" বলেছেন। মানুষের মানবিক বিকাশ ঘটাতে হলে চাই সৃষ্টির সবকিছুর চাহিদার নতুন করে মূল্যায়ম। এর প্রথম পদক্ষেপ দরকার কৃষি ও কর্ষকদের বাঁচানো। বর্তমান অবস্থায় জনসাধারণ অর্থাৎ সাধারণ মানুষের হাতে অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করতে হলে প্রথমেই 'কৃষিকে শিল্পের মর্যাদা দিতে হবে"। আর পরিকাঠামোকে বাঁচাতে হলে কৃষিকে সমবায়ের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়া উচিত। আজ আমরা দেখেছি গ্রামের অর্থনৈতিক বুনিয়াদি ভারসাম্য হারিয়ে যাওয়ার ফলে যুবক সম্প্রদায় শহর মুখি হওয়ায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় আরো বেড়ে যাচ্ছে। এই আর্থিক বিপর্যয় থেকে মুক্তি পেতে প্রাথমিক ভাবে শ্রমনিবিড় শিল্পের ওপর জোর দেওয়া দরকার। এই ব্যবস্থা সাময়িক ভাবে আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হবে ও মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। সরকারের জনসাধারণের প্রতি যে দায়বদ্ধতা আছে তাহা হলো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মিনিমাম গ্যারান্টির বাবস্থা করা। শ্রীসরকার আরো বলেছেন মানুষের জীবনের গতি তিন ধরনে শারীরিক,মানসিক ও আধ্যত্মীক। মানুষের কর্মক্ষমতা অনুযায়ী এই তিনটি স্তর কেই সদ ব্যবহার করা। মানুষ মননশীল জীবন। তাই উদর পুর্তির সঙ্গে সঙ্গে মননশীলতার অনুশীলন করে এগিয়ে যায়। আর এই মননশীলতার শেষ পর্যায়ে মানবিক মূল্যবোধ বজায় রেখে পরিহিতের মাধ্যমে আত্মার শান্তি লাভ করার প্রয়াসে বোধ বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে শেষ পর্যায়ে তার মধ্যে বোধিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মার ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে এগিয়ে চলে। এটাকেই বলা হয়েছে ভারতীয় ভাগবত ধর্ম। আজকের বিশ্বের বড় বড় পুঁজিবাদী দেশগুলো আর্থিক উন্নতীর চরম অবস্থায় থাকার পরেও মানুষের মানবিক মূল্যবোধ নেই বললেই চলে। কেননা তাদের ক্ষেত্রে মানসিক ও আত্মীক বিকাশে চরমভাবে ঘাটতি রয়ে গেছে। তাঁর জন্যই শ্রীসরকার আরো বলেছেন শারীরিক সুস্থাতা নিশ্চিত করতে হলে মানসিক বিকাশ বা শ্রীবৃদ্ধি থাকা চাই। আর শেষ পর্যায়ে আত্মীক প্রশান্তি বা ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য অন্তরনিহিত সাধনার মাধ্যম থাকা চাই। সেখানে থাকবে না জাত পাতের গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার বুজরুকি। ঈশ্বর এক, তাঁর প্রতি একান্ত আকর্ষণ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। সেটাই হবে শোষণ মুক্ত মানব সমাজ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস দলের প্রতিনিধিরা। ছবি- নিজস্ব।

ফেরার তিন রোহিঙ্গা যুবতীকে কাছাড়ের ধলাই থানা থেকে সমঝে নিয়েছে মিজোরামের ভাইরেন্টি পুলিশ

শিলচর (অসম), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রতিবেশী মিজোরামের ভাইরেন্টি থানা থেকে পলাতক তিন রোহিঙ্গা যুবতী এবং স্থানীয় এক যুবককে আটক করা হয়েছে লায়লাপুরের ধলাইখাল এলাকায়। রোহিঙ্গা তিন যুবতীর নাম তৈয়বা, আতারিজা ও সানোয়ারা বেগম। তাদের সঙ্গী যুবককে জনৈক সেলিম উদ্দিন শেখ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তাদের ধলাই থানা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সমঝে নিয়েছে মিজোরামের ভাইরেন্টি পুলিশ। ধলাইখাল গ্রামরক্ষী বাহিনীর তৎপরতায় বিপথগামী নিরুদ্দেশ ঠিকানার পথ থেকে উদ্ধার করে ধলাই থানার পুলিশের হেফাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সবাইকে। আটককৃত রোহিঙ্গা যুবতীদের বয়স যোলো থেকে সাতাশ বছরের মধ্যে হবে বলে ধারণা করছে পুলিশ।

জানা গেছে, লায়লাপুরের বাসিন্দা আনোয়ার উদ্দিনের ছেলে সুপারি ব্যবসায়ী সেলিম উদ্দিন শেখ জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তা দিয়ে তিন রোহিঙ্গা যুবতীকে নিয়ে যাওয়ার পথে গ্রামরক্ষী বাহিনীর কর্মকর্তাদের সন্দেহ হয়। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল গত শনিবার রাতে। বাহিনীর সভাপতি সারিমুল হক ও সম্পাদক গুলে আহমেদের নেতৃত্বে গ্রামরক্ষীর বাকি সদস্যরা তিন যুবতী ও সেলিম উদ্দিন শেখকে পাকড়াও করে ধলাই থানার ওসি সাহাব উদ্দিন বড়ভুইয়াঁকে খবর পাঠান। পরে পুলিশ এসে আটক তিন যুবতী ও সেলিম উদ্দিন শেখকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। মায়ানমারের রাখাইনের বাসিন্দা স্বভূমিতে সর্বস্ব হারিয়ে প্রাণ বাঁচাতে অচেনা-অজানা দেশে পাড়ি দিয়েছিল তিন যুবতী। পুলিশের কাছে প্রদত্ত বয়ানে তারা জানিয়েছে, দিল্লিতে তাদের বড়ভাই রয়েছে। এছাড়া তাদের আত্মীয়-স্বজন পরিবারের লোকজন মায়ানমার থেকে পালিয়ে ভারত, বাংলাদেশ এবং আরব দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। নিজেদের আত্মীয়দের খুঁজে বের করতে চতুর্দিকে হন্যে হয়ে ঘুরছেন রাষ্ট্রহীন যুবতীরা। তারা বলেন, বিগত উনিশ মাস ধরে মিজোরামের ভাইরেন্টি থানায় আটকে রাখা হয়েছে আট রোহিঙ্গা যুবতীকে। কিন্তু মিজোরাম প্রশাসনের পক্ষে আটক রোহিঙ্গা যুবতীদের পুশব্যাক করার কোনও তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। যদিও মিজো পুলিশ আট রোহিঙ্গা যুবতীকে কোনও এক সীমান্ত এলাকা দিয়ে পুশব্যাক করার ভিডিও ভাইরেল করা হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ করে আট রোহিঙ্গা যুবতীর মধ্যে তিনজন ঠিক কী কারণে ভাইরেন্টি থানা থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছে? এমন তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ভাবিয়ে তুলছে পুলিশ ও সচেতন জনগণকে। কাছাড়ের ধলাই থানার ওসি সাহাব উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ জানান, আটক তিন রোহিঙ্গা যুবতীকে ভাইরেন্টি থানার পুলিশ সমঝে নিয়ে গেছে। সেলিম উদ্দিন শেখকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে সুপারি ব্যাবসার কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে নাকি তিন অসহায় যুবতী তার সাহায্য চেয়েছিল। সে তাদের রাস্তার বিবরণ বুঝিয়ে দিয়েছে শুধু। তাই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানান ধলাই থানার ওসি সাহাব উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ।

১২ দিন পর আরব সাগর থেকে উদ্ধার হল মিগ ২৯কে বিমানের দ্বিতীয় পাইলটের মৃতদেহ

পানাজি, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : মর্মান্তিক দুর্ঘটনার প্রায় ১২ দিন পর আরব সাগরে উদ্ধার হল ভেঙে পড়া মিগ ২৯কে বিমানের দ্বিতীয় পাইলট নিশান্ত সিংয়ের মৃতদেহ। গোয়া উপকূল থেকে ৩০ মাইল দূরে সমুদ্রের গভীরে ৭০ মিটার নীচ থেকে ভারতীয় নৌসেনা দ্বিতীয় পাইলটের দেহ উদ্ধার করে বলে সোমবার বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে নৌসেনা।

এই এক বিবৃতিতে আধিকারিকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, "ভারতীয় নৌসেনা দুর্ঘটনাগ্রস্ত মিগ ২৯কে বিমানের দ্বিতীয় পাইলট নিশান্ত সিংয়ের মৃতদেহ সমুদ্রের গভীরে ৭০ মিটার নীচ থেকে উদ্ধার করেছে। গত ২৬ নভেম্বর ঘটেছিল দুর্ঘটনাটি। তারপর এতদিন ধরে তল্লাশির পর গোয়া উপকূল থেকে ৩০ মাইল দূরে মৃতদেহটি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।"

প্রসঙ্গত, গত ২৬ নভেম্বর বিকাল ৫টা নাগাদ আরব সাগরে যুদ্ধবিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রমাদিত্য থেকে পাড়ি দিয়েছিল মিগ ২৯কে ট্রেনার বিমানটি। তারপরই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সেটি। শেষ মুহূর্তে দুই চালক বিশিষ্ট বিমানটি থেকে একজন পাইলট বেরতে সক্ষম হলেও নিখোঁজ ছিলেন নিশান্ত। তাঁর খোঁজে নামে নৌসেনা। এই ঘটনায় দ্রুত তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়। নিখোঁজ দ্বিতীয় পাইলটের খোঁজে ৯টি যুদ্ধজাহাজ ও ১৪টি বিমানও মোতায়েন করা হয়। অবশেষে ১২দিন পর উদ্ধার হয় দ্বিতীয় পাইলট নিশান্ত সিংয়ের মৃতদেহ।

মুখ্যমন্ত্রীর কার্যক্রম : করিমগঞ্জ ডিএসএ-র আওতাধীন দুটি মাঠই প্রশাসনকে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থার আওতাধীন দুটি মাঠই ক্রীড়া সংস্থা (ডিএসএ)-র পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যক্রমের জন্য জেলা প্রশাসনকে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে পত্র দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে নীলমণি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে সবরকম নির্মাণ কাজ করার পাশাপাশি জেলার খেলাধুলা ও খেলোয়াড়দের কথা ভেবে সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে কোনও ধরনের নির্মাণ কাজ না করতে জেলাশাসকের কাছে লিখিত অনুরোধ জানিয়েছে জেলা ক্রীড়া সংস্থা।

উল্লেখ্য, প্রদেশ বিজেপির কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যক্রমের জন্য জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্ধারিত ক্রিকেট লিগের খেলা ২৫ থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রেখে সরকারি বিদ্যালয়ের মাঠ জেলা প্রশাসনকে হস্তান্তর করা হবে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর যাতে খেলা পরিচালনা করতে কোনও অসুবিধা না হয় সেজন্য সরকারি বিদ্যালয়ের মাঠে কোনও ধরনের নির্মাণ কাজ না করার জন্য জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে জেলাশাসকের কাছে লিখিত আবেদন রাখা হয়েছে।

আবেদনে বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী নিজেও একজন ক্রীড়াপ্রেমী এবং তাঁর নির্দেশ মতোই সমগ্র রাজ্যের ক্রীড়া সংস্থাগুলো বিভিন্ন কার্যসূচি গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে বরপেটা জেলার ক্রীড়া সংস্থার মাঠটি যাতে অন্য কোনও কাজে বা সরকারি কার্যক্রমে ব্যবহার না হয় তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বরপেটার জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে রবিবার রাতে করিমগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠও যাতে বরপেটা জেলার মাঠের মতো রক্ষা করা যায়, সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিহিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার দায়িত্ব সংস্থার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিটিআর নির্বাচন নির্ঝঞ্ঝাটে প্রথম দফার ২১টি আসনে ভোট পড়েছে ৭০ শতাংশ

কোকরাঝাড় (অসম), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ (৭ ডিসেম্বর) সকাল ৭:৩০ মিনিট থেকে ব্যালট পেপারে সম্পন্ন হয়েছে চার জেলাকে নিয়ে গঠিত বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। অন্তিম ক্ষণ বিকেল ৪:৩০ মিনিটের পর পাঁচটা পর্যন্ত চলেছে ভোটগ্রহণ পর্ব। সে অনুয়ায়ী সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৭০.০০ শতাংশ, জানা গেছে জেলা নির্বাচন দফতর সূত্রে। এদিকে নজির সৃষ্টি করে অতি নগন্য ঘটনাবলি ছাড়া এবারের বিটিআর নির্বাচন শান্তিতে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

আজ সকাল থেকে দুই জেলা বাকসা এবং ওদালগুড়ির ২১টি পরিষদীয় আসনের পুরুষ-মহিলা ভোটাররা শীত উপেক্ষা করে সারিবদ্ধভাবে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। স্নানাদি সম্পন্ন করে ভোট দিয়েছেন সদ্যপ্রাক্তন রাজ্যসভার সদস্য তথা নব্যবিজেপি বিশ্বজিত দৈমারি, ইপিপিএল নেতা প্রমোদ বড়ো প্রমুখ সব হাইপ্রফাইল নেতা ও প্রার্থী।

প্রথম দফায় আজ মোট ১২৪ জনের ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন ১৩, ৬২,১৫০ জন ভোটার-জনতা। মোট ২১ আসনের ভোটে বিজেপি বাকসা জেলায় আট এবং ওদালগুড়ি জেলায় ১০ সহ মোট ১৮ জন প্রার্থী দিয়েছে। বাকসায় ইউপিপিএল-এর ১১ এবং ওদালগুড়িতে ১০ জন প্রার্থী ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন বিপিএফ এবং গণ সুরক্ষা পার্টি বাকসায় ১০ জনের পাশাপাশি ওদালগুড়িতে সমসংখ্যক প্রার্থী দিয়েছে দুই দল। এছাড়া রাজ্য রাজনীতিতে বহুচর্চিত মহাজোটের বার্তা বহনকারী কংগ্রেস ওদালগুড়িতে চার এবং এআইইউডিএফ তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। বাকসা জেলার ১১ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট ৬৪ জন। ওদালগুড়ির ১০টি আসনে লড়াইয়ে ছয়ের পাতায়

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করবেন সাংসদ-পুত্র গৌরব, গোটা অসমে চলবে শান্তি সদ্ভাবনা যাত্রা

গুয়াহাটি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : তিনবারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করতে সংকল্প নিয়েছেন তাঁর পুত্র সাংসদ গৌরব গগৈ। বাবার শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে তিনি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে সমগ্র রাজ্য জুড়ে চালাবেন শান্তি সদ্ভাবনা যাত্রা।

সোমবার সাংসদ গৌরব গগৈ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এবং তাঁর পরিবারের এই সংকল্পের বিস্তৃত দিয়েছেন। তিনি জানান, আগামী ৯ ডিসেম্বর থেকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে শুরু হবে শান্তি সদ্ভাবনা যাত্রা। এদিন যোরহাট থেকে শান্তি সদ্ভাবনা যাত্রা শুরু হয়ে ১২ জানুয়ারিতে গুয়াহাটি এসে শেষ হবে। সমগ্র যাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা অসমের তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিং, প্রদেশ কংগ্রেসে সভাপতি রিপুন বরা, বিধানসভায় কংগ্রেসের দলপতি দেবব্রত শইকিয়া, সকল সাংসদ, বিধায়ক সহ দলীয় নেতা কর্মী।

তিনি জানান, ১০ ডিসেম্বর প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের নির্বাচন কেন্দ্র যোরহাট জেলার তিতাবরে অনুষ্ঠিত হবে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। তার পর শদিয়ায় গিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদে বিসর্জন দেওয়া হবে চিতাভস্ম। গৌরব জানান, রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় যাবে প্রস্তাবিত শান্তি সদ্ভাবনা যাত্রা। পদযাত্রা করে যে সব অঞ্চলে যে নদী প্রবাহিত হচ্ছে সেগুলোতে বিসর্জন করা হবে প্রয়াত তরুণ গগৈয়ের চিতাভস্ম। এই যাত্রা শান্তির যাত্রা, সদ্ভাবনার যাত্রা, অসমে সমন্বয়ের বার্তাবাহী তরুণ গগৈয়ের লক্ষ্যের যাত্রা, বলেন সাংসদ গৌরব গগৈ।

যাত্রাকালে কোনও ধরনের রাজনৈতিক মন্তব্যের অবকাশ থাকবে না বলেও সাফ জানিয়েছেন গৌরব এবং প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। এই যাত্রাপথে জনতা শুধু তাঁদের প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবেন। তাই এই কার্যসূচির জন্য সর্বসাধারণের সহযোগিতা কামনা করছে গগৈ পরিবার।

সাংবাদিক সম্মেলনে গৌরব জানান, তাঁর প্রয়াত বাবা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী তরণ গগৈয়ের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য বহু শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। প্রস্তাবিত ডিজিটাল লাইব্রেরির জন্য ইতিমধ্যে প্রায় দু-হাজার দুর্লভ ফটো পেয়েছেন। এই সব ফটো এর আগে কখনও তিনি দেখেননি। তিনি জানান, লাইব্রেরিটির জন্য আরও বহু ফটো পাওয়া যাবে। সেগুলো পেয়ে গেলেই ডিজিটাল লাইব্রেরি এবং ইনস্টাগ্রামে অ্যাকাউন্ট খোলা হবে। এছাড়া ২৩ ডিসেম্বর তাঁর বাবার পরলোকপ্রাপ্তির এক মাস সম্পূর্ণ হবে। সেদিনই গুয়াহাটিতে প্রকাশ্য সমাবেশের আয়োজন করা হবে, জানান গৌরব গগৈ।

দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজের বিরুদ্ধে দলীয় সভা, আজিজুরকে এআইইউডিএফ-প্রার্থী করার দাবি

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজ আহমেদ খানের বিরুদ্ধে দলের ভিতরেই যে বেশ কিছুদিন ধরে বিদ্রোহের চোরাস্রোত বইছিল, তা এবার সুনামিতে পরিণত হয়েছে। বিধায়কের গৃহ পঞ্চায়েতেই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দামামা বেজে উঠেছে। দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজ আহমেদ খানের পৈতৃক গ্রাম ফারমপাশা থেকেই এবার তাঁকে প্রত্যাখানের জোরদার আওয়াজ উঠেছে। পৈতৃক ভিটের জনগণ একই গ্রামের সন্তান এআইইউডিএফ-এর জেলা সভাপতি আজিজুর রহমান তালুকদারের দলীয় প্রার্থিত্বের দাবিতে রবিবার রাতে এক জনসভা করেন। স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিক সাহাব উদ্দিন চৌধুরীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত গতরাতের সভায় উপস্থিত এআইইউডিএফ-এর কেন্দ্রীয় ও জেলা স্তরের নেতারাও দলীয় জেলা সভাপতি আজিজুর রহমান তালুকদারকে প্রার্থী করার পক্ষে মত পোষণ করেন। তাঁরা আজিজুর রহমান তালুকদারের প্রার্থিত্ব নিশ্চিত করতে দলীয় সুপ্রিমো বদরউদ্দিন আজমলের কাছে সুপারিশ করবেন বলেও সভায় উপস্থিত জনগণকে আশ্বস্ত করেছেন।দলের কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ রাধেশ্যাম বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিধায়ক হওয়ার মতো সকল যোগ্যতা রয়েছে তালুকদারের। তাঁকে দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনে দলীয় প্রার্থী করতে সুপ্রিমোর কাছে ব্যক্তিগত ভাবে তদবির করবেন তিনি। দলীয় জেলা কমিটির উপ-সভাপতি মওলানা নজমুদ্দিন, প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান আব্দুল হেকিম চৌধুরী প্রমুখ দলীয় নেতৃবৃন্দও দক্ষিণ করিমগঞ্জে দলীয় প্রার্থী হিসেবে জেলা সভাপতি আজিজুর রহমান তালুকদারের পক্ষে সওয়াল করেন। বিধায়ক আজিজ আহমেদ খান ও আজিজুর রহমান তালুকদার উভয়ের উপস্থিতিতে জিপি ভিত্তিক প্রকাশ্য সভায় দলীয় প্রার্থী ঠিক করার পক্ষে এদিনের সভায় সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মেডিক্যাল প্রবেশিকায় সাফল্য, পাইলা সুচিয়াংকে সংবর্ধনা কটামণি কলেজিয়েট কলেজে

বাজারিছড়া (অসম), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ায় বাজারিছড়া থানাধীন বাদশাহি টিলা খাসিয়া পুঞ্জির প্রয়াত ক্রানুয়েল লামারের ছেলে পাইলা সুচিয়াংকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন কটামণি কলেজিয়েট জুনিয়র কলেজ কর্তপক্ষ।সোমবার বিকেলে পাইলা সুচিয়াঙের বাদশাহী টিলার বাড়িতে গিয়ে তাঁকে উত্তরীয়, ফুলের তোড়া ও মানপত্র দিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন। একই সাথে মেধাবী ছাত্র পাইলার মা ও বড় ভাইকেও মিষ্টিমুখ করিয়ে গামোছা পরিয়ে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান তাঁরা। সেই সঙ্গে তাঁরা পাইলার উজ্জ্বল ভবিষ্য কামনা করেন। সংবর্ধনা প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন কলেজ পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদ আহমেদ, সহকারী অধ্যক্ষা বসন্তা সিংহ, শিক্ষক সুরজ পাল, এসএম জাহির আব্বাস প্রমুখ।

বনধকে সমর্থন করছে না ভারতীয় কিষান সংঘ

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের ডাকা ৮ ডিসেম্বরের বনধকে ইতিমধ্যেই সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি, তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি, আরজেডি, শিবসেনা, এনসিপি, বামপন্থী দলগুলো। কিন্তু এই বনধকে সমর্থন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কৃষক সংগঠন ভারতীয় কিষান সংঘ। এই সংগঠনের তরফ থেকে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে ৯ ডিসেম্বর বুধবার যেখানে ফের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বৈঠকে বসা হবে সেখানে এই বনধের কোনও প্রয়োজন নেই।

অহেতুক এই বনধ করা হচ্ছে। কিছু দেশদ্রোহী ব্যক্তি এই আন্দোলনে প্রবেশ করে পরিস্থিতি অরাজক করে তোলার চেষ্টা করছে বলে দাবি করেছে এই সংগঠন। একটি বিবৃতি জারি করে ভারতীয় কিষান সংঘের তরফ থেকে জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে আইন সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৯ ডিসেম্বর ফের কৃষক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। তাই অযথা এই বনধ করা উচিত নয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এদিন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ দাবি করেছেন যে কৃষি আইন নিয়ে দ্বিচারিতা করছে বিরোধী দলগুলি। এই সকল দলগুলি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন কৃষি ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগের পক্ষে সওয়াল করেছিল।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হলেন চাকরিপ্রার্থী শিক্ষকরা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থী শিক্ষকরা সোমবার প্রত্যাখ্যাত হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে।

ক'দিন আগে এই চাকরিপ্রার্থী শিক্ষকরা তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবির ভিত্তিতে সল্ট লেকে স্কুল সার্বিস কমিশনের দফতরের সামনে আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন। মধ্যরাতে তাঁদের প্রায় দু'হাজার পুলিশ জোর করে টেনেহিঁচড়ে বাসে তুলে শিয়ালদহ স্টেশনে ছেড়ে আসে। এ নিয়ে যথেষ্ঠ আলোড়ণ হয়।

সোমবার মেদিনীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় যাওয়ার পথে ওয়েস্ট বেঙ্গল এসএল এসটি ক্যাডিডেটস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে চন্দন প্রধান হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানান, "আমরা প্রায় ১০০ জন শান্তিপূর্ণ ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাদের হাতে ধরা ব্যানারে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি নিজেদের দুর্বিসহ অবস্থার কথা জানাতে চেয়েছিলাম। দীর্ঘ ৪ বছর এসএসসি পরীক্ষা হয়নি। ২০১৬ সাল থেকে এযাবৎ বি.এড পাস করে আমরা প্রায় ৬ লাখ ছাত্র-ছাত্রী বসে আছি। একবার পরীক্ষায় বসার সুযোগটুকুও পাইনি। এদিন আশা ছিল দিদি আমাদের কথা শুনবেন একবার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে রাজ্যের সুপ্রিমো একবার ঘুরেও তাকালেন না আমাদের দিকে। এদিনের সভাতেও ওনার মুখে উঠে এলো না যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গ।"

চাকরিপ্রার্থী শিক্ষকদের বক্তব্য, "একদিকে,ওনার মুখে কৃষক আন্দোলনের পাশে থাকার আশ্বাস। অন্যদিকে ওনার রাজ্যেই শিক্ষক হতে চেয়ে চাকরির পরীক্ষার দাবিতে রাস্তায় শিক্ষিত বেকাররা। আগামী নির্বাচনে মানুষ এর জবাব দেবে।

মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা, বোকাজানে হত একই পরিবারের চার, আহত দুই

বোকাজান (অসম), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : কারবি আংলং জেলার বোকাজান মহকুমার বাঘজানে সোমবার এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের চারজন মৃত্যুবরণ করেছেন। এছাড়া একই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন।

জানা গেছে, নাগাল্যান্ডের লালুং এলাকার বাসিন্দা ওই পরিবারের সদস্যরা একটি টাটা সুমোয় করে ডিমাপুরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মাঝপথে বোকাজান মহকুমার বাঘজানে একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় যাত্রীবাহী টাটা সুমোর। প্রচণ্ড সংঘর্ষে এই পরিবারের চারজন ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করেন। আহত হয়েছেন দুজন। খবর পেয়ে ছুটে যায় পুলিশ। তাঁরা স্থানীয়দের সহযোগিতায় গাড়ির ছয়ের পাতায়

পূর্ণেন্দু-নিন্দু হত্যা মামলায় জামিন মঞ্জুর উকাপা স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলালের

হাফলং (অসম), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : কংগ্রেস নেতা তথা উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্রাক্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণেন্দু লাংথাসা ও পার্বত্য পরিষদের সদস্য নিন্দু লাংথাসার হত্যা মামলায় অভিযুক্ত প্রাক্তন জঙ্গি নেতা তথা বর্তমান উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসার জামিন মঞ্জুর করেছে হাফলং সিজেএম কোর্ট।

সোমবার পূর্ণেন্দু-নিন্দু হত্যা মামলার শুনানি ছিল হাফলং মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে (সিজেএম কোর্ট)। এদিন দেবোলাল গারলোসা সিজেএম কোর্টে হাজির হওয়ার পর তার আইনজীবী জামিনের আবেদন দাখিল করেন। তার পর আবেদনের ওপর শুনানি হয়। শুনানি শেষে সিজেএম বঙ্কিম শর্মা দেবোলাল গারলোসার জামিন মঞ্জুর করেন। তবে পরিষদের প্রাক্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণেন্দু লাংথাসা ও কার্যনির্বাহী সদস্য নিন্দু লাংথাসার হত্যা মামলায় অভিযুক্ত দেবোলাল গারলোসা ১৪ দিন পর পর সিজেএম কোর্টে হাজির হতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন সিজেএম। পরিষদের বর্তমান মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লাসোর জামিন নিয়েছেন তাঁর দুই ভাই।

এদিকে গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের আইনজীবী সুরজিৎ বৈরাগি জানিয়েছেন, পূর্ণেন্দু লাংথাসা ও নিন্দু লাংথাসা হত্যা মামলার শুনানি ফাস্টট্র্যাক আদালতে করার জন্য নিন্দু লাংথাসার পুত্র ডেনিয়্যাল লাংথাসা গৌহাটি হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করেছিলেন। ওই আবেদনের শুনানি হবে আগামী ১০ ডিসেম্বর।

উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের ৪ জুন ডিমা হাসাও জেলার দিহাঙ্গি থানার অন্তর্গত লাংলাই হাসনু গ্রামে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের তদানীন্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণেন্দু লাংথাসা ও কার্যনির্বাহী সদস্য নিন্দু লাংথাসাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করেছিল সে সময়ের ত্রাস সৃষ্টিকারী জঙ্গি সংগঠন ডিএইচডি (জে)। ওই হত্যার মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত দেবোলাল গারলোসা।

কাছাড় জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় ১৪৪ ধারা

শিলচর (অসম), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে প্রশাসন।

এক আদেশে জেলাশাসক কীর্তি জল্লি আজ কাছাড় জেলার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় সিআরপিসির ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। আদেশে জেলাশাসক বলেছেন, কাছাড় জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের এক কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যকালীন সময় যে-কোনও ব্যক্তির চলাচল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ থাকবে। কোনও ব্যক্তি সুরমা নদীর তীরে এবং তার উঁচু তীরে এই অঞ্চলের সীমার মধ্যে যেতে পারবেন না। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের সময়কালে ভারতের কাছাড় জেলায় আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা সৃষ্টি করতে উগ্রবাদী সংগঠনগুলির চলাচল এবং জেলা সীমান্তবর্তী আশপাশের অঞ্চলগুলিতে গবাদি পশুর পাশাপাশি পণ্যসামগ্রী নিয়ে অবাঞ্ছিত চলাচলের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ জারি করা হয়েছে, জানান তিনি।আদেশে বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া মাছ ধরার জন্য সুরমা নদীতে নৌকা চালাতে পারবেন না। প্রয়োজন সাপেক্ষে কাটিগড়ার সার্কল অফিসারের কাছ থেকে মাছ ধরার অনুমতি নিতে হবে। বলা হয়েছে, জেলা সীমানার মধ্যে ৫ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যে কোনও ব্যক্তি যানবাহন, রিকশা, চিনি, চাল, গম, ভোজ্যতেল, এসকে অয়েল, লবণ ইত্যাদি বহন করতে পারবেন না। এই আদেশ আগামী দু মাসের জন্য কার্যকর করা হয়েছে। তথ্য ও শিলচরের জনসংযোগ দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর অফিস সূত্রে এ খবর জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার ধর্মঘটের সমর্থনে বামসংগঠনের পক্ষে আগরতলায় ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

এমা কেবল পাস্তা বানাতে পারেন

ক্রুডস—ভক্তদের জন্য সুখবর। ২০১৩ সালের জনপ্রিয় অ্যানিমেশন ছবি দ্য ক্রুডস-এর সিকুয়েল দ্য ক্রুডস আ নিউ এজ আসছে। যুক্তরাষ্ট্রের বড় পর্দায় ছবিটি মুক্তি পাবে ২৫ নভেম্বর, থ্যাঙ্কস গিভিং ডের ঠিক আগের দিন। এই ছবিতেও গাইয়ের মুখে শোনা যাবে রায়ান রেনল্ডসের কণ্ঠ। আর প্রিয় ইপের গলায় শোনা যাবে এমা স্টোনের কণ্ঠ। এই দুই হলিউড তারকা এবার লাইভে কথা বললেন পিপল সাময়িকীর সবচেয়ে ছোট্ট পাঠকদের সঙ্গে। কথাবার্তা হলো এই ছবিকে ঘিরেই।

প্রথমেই দুজনের কাছে জানতে চাওয়া হয়, থ্যাঙ্কস গিভিংয়ের ডিনারে তাঁরা কী রান্না করবেন? প্রশ্ন শুনে প্রথমেই দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসেছেন। তারপর স্বীকার করেছেন, কেউই ভালো রান্না পারেন না। ৩১ বছরের এমা বললেন, 'আমি রান্নাঘরে সময় কাটাতে ভালোবাসি। তবে রান্না করতে ভালোবাসি না। ও হ্যাঁ, আমি পাস্তা বানাতে পারি। মাঝেমধ্যে বানাই। আর কেবল মাখন দিয়ে পনির বানাই।'

কথা কেড়ে নিয়ে রেনল্ড বলেন, রান্নায় তিনি 'এমার চেয়ে' অন্তত ঢের পাকা। বললেন, 'আমি খুব ভালো বিস্কুট বানাতে পারি। অন্তত আমার কাছে আমার বানানো বিস্কুট খেতে খুব ভালো লাগে। ব্লেক (ব্লেক লাইভলি, রায়ানের দাম্পত্যসঙ্গী) অবশ্য ভালো—মন্দ কিছু বলে না। গম্ভীর মুখ করে আমার বিস্কুট খায়।'

আরেকজন প্রশ্ন করল, আপনাদের যদি ক্রুডসদের মতো গুহায় থাকতে দেওয়া হয়, কী করবেন? এমা জানালেন, তিনি ভালুকের মতো কেবল ঘুমাবেন। আর তিন কন্যার বাবা রায়ান মাথা নেড়ে জানালেন, তিনি ঘুমাতে পারবেন না। কেননা তিনি ঘুমিয়ে পড়লেই তাঁর মেয়েরা গায়ের ওপর উঠে লাফালাফি করে খেলতে শুরু করবে।

মনে হচ্ছে, পাঁচ বছর ধরে আটকে আছি

লকডাউনে কোয়ারেন্টিনে উপস্থাপকের বাড়ি থেকে তারকাদের বাড়িতে ভিডিও কলে চলছে টক শো। জনপ্রিয় উপস্থাপক জিমি ফ্যালনের সঙ্গে ''দ্য টুনাইট শো''তে যোগ দিয়েছিলেন কানাডিয়ান হলিউড তারকা রায়ান রেনল্ডস।

৪৩ বছর বয়সী এই ডেডপুল বললেন, ঘরে থেকে থেকে তাঁর অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে দুই মাস না পাঁচ বছর ধরে কোয়ারেন্টিনে আছেন, কিছুই বুঝতে পারছেন না। কোয়ারেন্টিনে থেকে রায়ান আরও কথা বলেছেন তাঁর আগামী ছবি, অ্যাকশন-কমেডি ধাঁচের ফ্রি গাই ও ডেডপুল সিরিজের তৃতীয় ছবি ডেডপুল থ্রি নিয়ে। রায়ান বর্তমানে আছেন স্ত্রী ব্লেক লাইভলি, তিন সন্তান ও তাঁর শাশুড়ির সঙ্গে। তিন সন্তানের বাবা রেনল্ডস লাইভে শো করার সময় বারবার তাঁর মেয়েরা কোলে চড়ছিল। রায়ান মজা করে বললেন, ''মেয়েরা বড় হয়ে দেখবে আর বলবে, এই যে বাবা, এই যে আমি।'' শোতে রায়ান বললেন, ''আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, কোথায় আছি, কত দিন ধরে আছি। মনে হচ্ছে, পাঁচ বছর ধরে আটকে আছি।''ডেডপুল নিয়ে রায়ান বললেন, ''এই সিরিজে অনেক গল্প বলার আছে। আর দেরিতে হলেও দুর্দান্ত গল্প নিয়ে ফিরবে ডেডপুল থ্রি।'' অন্যদিকে ফ্রি গাই ছবিতে ''গাই'' রোনাল্ডসের চরিত্রটা কেবলই হোঁচট খায়, দুর্ঘটনায় পড়ে। কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পারে না গাই। পরে সে জানতে পারে, সে আসলে একটা অনলাইন গেমের ব্যাকগ্রাউন্ড চরিত্র।

শিগগিরই সেই গেম অনলাইন থেকে অফলাইনে চলে আসবে। সিনেমাটি ২০২০ সালের ডিসেম্বরে মুক্তির কথা রয়েছে। করোনা মহামারির এই দুঃসময়ে রায়ান ফিডিং আমেরিকা, ফুড ব্যাংক কানাডাসহ নিউইয়র্কের বিভিন্ন হাসপাতালে অর্থ সহায়তা করেছেন।

পৃথিবীর বাইরে টম ক্রুজের শুটিং, নাসা পাশে থাকবে

ধুন্ধুমার অ্যাকশন দৃশ্য করতে তাঁর জুড়ি নেই। 'মিশন ইম্পসিবল' হলেও রুপালি পর্দায় অনেক কঠিন দৃশ্যের অবতারণা করে সবকিছু 'পসিবল' করে দেন হলিউড অভিনেতা টম ক্রুজ। এবার তাঁর ইচ্ছা, পৃথিবীর বাইরে গিয়ে স্পেসে তাঁর পরবর্তী ছবির শুটিং করবেন। আর তাতে তাঁর পাশে থাকার কথা জানাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় মহাকাশ সংস্থা নাসা।

মার্কিন সাময়িকী ডেডলাইন এই খবর প্রকাশ করে যে টম ক্রুজ তাঁর পরবর্তী ছবির জন্য স্পেসে গিয়ে শুটিং করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আর তাতে সহযোগিতা করবেন আরেক ধনকুবের ও টেক জায়ান্ট ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান স্পেস এক্স। এবং এটাও বলা হয় যে এই ছবির সঙ্গে কোনো স্টুডিওর সম্পর্ক থাকছে না।

এদিকে খবরটি প্রকাশের পরই নাসার এক কর্মকর্তা তাঁদের টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, নাসা টম ক্রুজের সঙ্গে কাজ করা নিয়ে রোমাঞ্চিত। নাসার প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তা জিম ব্রাইডেনস্টাইন টুইট করে বলেন, 'স্পেস স্টেশনে টম ক্রুজের সঙ্গে চলচ্চিত্রে কাজ করা নিয়ে নাসা খুবই রোমাঞ্চিত। নাসার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নতুন প্রজন্মের প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানীদের অনুপ্রেরণা দিতে জনপ্রিয় মাধ্যমগুলোকে দরকার।'

ডেডলাইন বলছে, টম ক্রুজ ও ইলন মাস্কের স্পেস এক্স একটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে নাসার সঙ্গে। এটা হতে পারে পৃথিবীর বাইরে গিয়ে স্পেসে শুটিং করা প্রথম অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার ছবি। তবে এটা মিশন: ইম্পসিবল সিরিজের কোনো ছবি হতে যাচ্ছে না। তবে এটা ঘটতে যাচ্ছে, সত্যি। এখন প্রকল্পের কাজ একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে আছে।

টম ক্রুজের হাতে এখন তিনটি ছবি। 'টপ গান: ম্যাভেরিক', 'মিশন ইম্পসিবল সেভেন' ও 'মিশন ইম্পসিবল এইট'। তিনটি ছবির কাজই এখন বন্ধ করোনাভাইরাসের কারণে।

নিখুঁত নয়, সন্তানেরা চায় আপনি অকপট হবেন

অ্যাঞ্জেলিনা জোলি হলিউডের খ্যাতনামা অভিনেত্রী। একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসহ নানা পুরস্কার পেয়েছেন। আবার রুপালি পর্দার গণ্ডির বাইরে এসে নিজেকে তিনি মানবতার সেবায় যুক্ত করেছেন। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে তিনি রোহিঙ্গা শিশুদের প্রতি সমমর্মিতা জানাতে বাংলাদেশেও এসেছিলেন। নতুন করোনাভাইরাসের মহামারির এ সময়ে বিশ্বের লক্ষকোটি শিশু এখন ঘরবন্দী। তাদের এবং লক্ষকোটি মা-বাবার জন্য সময়টা কঠিন, দুর্বিষহ। এই কঠিন সময়ে বিশ্বের বাবা-মায়েদের কাছে জোলি একটি চিঠি লিখেছেন। চিঠিটি ছাপা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাপ্তাহিক পত্রিকা টাইম ম্যাগাজিন-এ। নিজের মা হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা থেকে জোলি যা লিখেছেন, তা বাবা-মায়েদের নতুন দিশা দেখাতে পারে।

প্রিয় বাবা ও মায়েরা,

আমি আপনাদের কথা ভাবছি। আমি কল্পনা করতে পারি, দিনগুলো পার করার জন্য আপনারা প্রত্যেকে কী কঠিন চেষ্টা করছেন। আপনার ভালোবাসার ধনদের এ সময়টা পাড়ি দেওয়ার পথ দেখাতে আপনারা কতটা উদ্‌গ্রীব, তা আমি বুঝি।

আপনাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আমি বুঝি। বুঝি, কীভাবে আপনারা দিন পেরোনোর নানা পরিকল্পনা করছেন। ভেতরে-ভেতরে কখনো যখন আপনারা ভেঙে পড়তে নিচ্ছেন, তখনো তাদের জন্য কীভাবে আপনারা হাসিমুখে থাকছেন, তা আমি বুঝি।

আমি যৌবনে খুব ধীরস্থির ছিলাম না। আসলে আমি কখনো ভাবিনি যে কারও মা হব। যখন মা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম, সেই সময়ের কথা আমার মনে আছে। ভালোবাসাটা কঠিন কিছু ছিল না। কারও প্রতি এবং নিজের জীবনের চেয়ে বড় কোনো কিছুর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাটা কঠিন কিছু ছিল না।

কঠিন যেটা ছিল, সেটা হচ্ছে এটা জানা যে সবকিছু যেন ঠিকঠাক থাকে, তা এখন থেকে আমাকেই নিশ্চিত করতে হবে। সবকিছু সামাল দিতে হবে এবং সচল ও কার্যকর রাখতে হবে। খাওয়াদাওয়া, স্কুল আর চিকিৎসা থেকে শুরু করে যা কিছু সামনে আসবে, সবকিছু। আর আমার ধৈর্য অটুট রাখতে হবে।

আমি বুঝলাম, আমি নিরন্তর দিবাস্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়েছি, বরং যখন যা কিছু করছি বা ভাবছি, নিমেষে তা ছেড়ে উঠে কোনো একটা চাহিদা মেটানোর জন্য আমি সর্বক্ষণ তৈরি থাকছি। এই নতুন গুণটি আমাকে আয়ত্ত করতে হয়েছে।

তাই এখন বিশ্বজোড়া এই মহামারির মধ্যে আমি ঘরবন্দী সন্তানদের সব মা ও বাবার কথা ভাবছি। সেই বাবা—মায়েরা, যাঁরা সবাই সবকিছু ঠিকমতো করতে পারবেন বলে আশা করছেন। আশা করছেন, তাঁরা সব প্রয়োজন মেটাতে পারবেন এবং শান্ত ও আশাজাগানিয়া হয়ে থাকতে পারবেন। ইতিবাচক থাকতে পারবেন। এমনটা যে অসম্ভব, সেই বোধ আমাকে সাহায্য করেছে।

এটা বড় চমৎকার একটা অনুধাবন যে সন্তানেরা আপনাদের নিখুঁত দেখতে চায় না। তারা শুধু চায়, আপনারা অকপট হবেন, সত্য আচরণ করবেন। আর আপনাদের যথাসাধ্য ভালোটুকু করবেন। আসলে আপনাদের দুর্বল জায়গাগুলোতে নিজেদের সবল করে তোলার যত বেশি সুযোগ তারা পায়, ততই তারা শক্তপোক্ত হয়ে গড়ে ওঠে।

তারা আপনাদের ভালোবাসে। তারা আপনার সহায় হতে চায়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত বিষয়টা একযোগে একটা দল গড়ার। এক দিক থেকে দেখলে তারাও কিন্তু আপনাদের বড় করে তুলছে। আপনারা একসঙ্গে বেড়ে উঠছেন।

কীভাবে এল ভেন্টিলেটর

করোনাভাইরাসের প্রকোপ বাড়তে থাকলে রোজকার জীবনে কিছু শব্দ নিত্যই শোনা যেতে লাগল। যেগুলোর একটিভেন্টিলেটর। ভেন্টিলেটর হচ্ছে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা। স্বাভাবিকভাবে মানুষ যখন শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে না, তখন এই যন্ত্রের সাহায্যে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে অতিব জরুরি যন্ত্রটির প্রচলনের সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ না জানা গেলেও কিছু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। একসময় কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দেওয়ার জন্য যাঁতার মতো যন্ত্রের ব্যবহার ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে রয়্যাল হিউম্যান সোসাইটি অব ইংল্যান্ড একে স্বীকৃতি দেয়। যদিও এই যাঁতা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু ভেন্টিলেটরের মূল কাজ অর্থাৎ শ্বাসতন্ত্রে বাতাস পৌঁছে দেওয়ার কাজটা এগুলো ভালোই করতে পারত।

১৮৩২ সালে স্কটিশ চিকিৎসক জন ডালজিয়েল শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সমস্যা সমাধানে একধরনের নেগেটিভ-প্রেশার ভেন্টিলেটর তৈরি করেন। একটি বাক্সে রোগীর মাথা ছাড়া পুরো শরীর ঢুকিয়ে বাক্সের বায়ুর চাপ কমানো ছিল এই ভেন্টিলেটরের মূল কাজ।

আধুনিক ভেন্টিলেটরের প্রাথমিক রূপগুলোর একটি ছিল পালমোটর। ১৯০৭ সালে জার্মান উদ্ভাবক জোহান হেইনরিক ড্রাগার এবং তাঁর ছেলে বার্নহার্ডের তৈরি এই যন্ত্র একটি ফেসমাস্কের সাহায্যে শ্বাসতন্ত্রে নির্দিষ্ট চাপে অক্সিজেন পৌঁছে দিতে পারত। রিদমিক ইনফ্লেশন অ্যাপারাটাস নামে এমন আরেকটি যন্ত্র কাছাকাছি সময়ে উদ্ভাবিত হয়েছিল।

শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত কারণে ছেলের মৃত্যুর পর টেলিফোনের উদ্ভাবক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল 'ভ্যাক্যুয়াম জ্যাকেট' নামে একধরনের কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের নকশা করেছিলেন বলে জানা যায়।১৯২০—এর দশকে আয়রন লাং নামে একধরনের নেগেটিভ প্রেশার ভেন্টিলেটরের খুব চল ছিল। বিশেষ করে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রের (আইসিইউ) অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এই যন্ত্রটি। যন্ত্রটি ফুসফুসের মধ্যে বায়ু প্রবাহিত করতে পারত।

মার্কিন সেনাবাহিনীর বৈমানিক ফরেস্ট বার্ড ১৯৫৮ সালে বার্ড মার্ক ৭ রেস্পিরেটর নামক একধরনের ভেন্টিলেটর আবিষ্কার করেন। অনেকে এটিকে প্রথম আধুনিক ভেন্টিলেটর হিসেবে দাবি করে থাকে। ১৯৭০—এর দশক থেকে চিকিৎসাক্ষেত্রের আধুনিকায়নের সঙ্গে সঙ্গে ভেন্টিলেটরেরও আধুনিকায়ন ঘটে।

সোমবার বিজেপির সদর কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য। ছবি- নিজস্ব।

কাছাড়ের লক্ষ্মীছড়া রাখালটিলা নাথপাড়া গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের দাবি এলাকাবাসীর

লক্ষীপুর (কাছাড়, অসম), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্ব সীমান্তবর্তী মণিপুর ঘেঁষা লক্ষ্মীছড়া প্রথম খণ্ডের রাখালটিলা নাথপাড়া গ্রামে এলটি লাইনের খুঁটি পুতে রাখা হয়েছে বছর খানেক আগে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফরমারও বসানো হয়েছে। কিন্তু রহস্যজনক কারণে আজ পর্যন্ত লক্ষ্মীনগরের নাথপাড়া গ্রামে পুঁতে রাখা খুঁটিগুলোতে বিদ্যুৎপরিবাহী তার লাগানো হয়নি। ফলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই গ্রামের তিন শতাধিক পরিবারের লোকজন তাঁদের মৌলিক অধিকার বৈদ্যুতিক আলোর সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। অথচ লক্ষ্মীছড়ার পার্শবর্তী গ্রামে শুরু থেকেই একই সাথে তার লাগিয়ে বাসিন্দাদের বাড়িতে বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্মীনগর প্রথম খণ্ডের নাথপাড়া গ্রামের নাথ ও রিয়াং জনগোষ্ঠীর তিন শতাধিক পরিবার অন্ধকারে নিমজ্জিত।

নেহাত তার নেই অজুহাত দেখিয়ে গ্রামের বৃহৎ দুই জনগোষ্ঠীর মানুষ বর্তমান অত্যাধুনিক যুগেও কেরোসিন তেলের লণ্ঠনের উপর ভরসা করে রাত কাটাচ্ছেন। এ ব্যাপারে বার-কয়েক আসাম পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিডিসিএল)-এর লক্ষ্মীপুর সাবডিভিশনের ইলেকট্রিক্যাল এসডিই সহ অন্যান্য আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করে তাঁদের কাছ থেকে শীঘ্র তার লাগিয়ে বাসিন্দাদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ করে দেওয়ার ভুয়ো প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই মিলছে না লক্ষ্মীনগর প্রথম খণ্ডের নাথ ও রিয়াং মানুষদের ভাগ্যে। আবার কোনও সময় নাকি বলা হচ্ছে, এলটি লাইনে লাগানোর জন্য তার বিভাগীয় তরফে গত তিনবছর থেকে যোগান বন্ধ রয়েছে। তাই ওই গ্রামে পুঁতে রাখা খুঁটিগুলোতে তার লাগিয়ে সংযোগ দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। তবে খুব শিগগির তারের সরবরাহ হবে এবং লক্ষ্মীনগর প্রথম খণ্ডের রাখালটিলা নাথপাড়া গ্রামের বাসিন্দাদের বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করা হবে বলে নাকি বিভাগীয় কর্তারা বলেছেন।

এভাবেই গ্রামের সহজ-সরল জনগণকে সান্ত্বনা পুরস্কার দিয়ে আসছে বিদ্যুৎ বিভাগের লক্ষ্মীপুর সাব-ডিভিশন। এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে বিদ্যুৎ বিভাগের লক্ষ্মী-াপুর সাব-ডিভিশনের এসডিই-এর কাছে গ্রামের জনগণের স্বাক্ষরিত স্মারকপত্র প্রদান করা হয়েছে। তখন এসডিই গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, খুব তাড়াতাড়ি বৈদ্যুতিক তার লাগিয়ে গ্রামর বাসিন্দাদের বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ফলে এলাকার অসংখ্য ছাত্রছাত্রী রাতে পড়াশুনা করতে গিয়ে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এছাড়া অতিমারি করোনার দুর্যোগকালে স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায় সমগ্র দেশের ছাত্রছাত্রীরা ঘরে বসেই অনলাইনে ই-লার্নিং পদ্ধতি অবলম্বনে পাঠদান ও শিক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্মীনগর প্রথম খণ্ডের নাথপাড়া গ্রামের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী নেহাত বিদ্যুৎহীনতার দরুণ এই পঠন-পাঠন থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। লক্ষ্মীথেপুরের বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা, বিদ্যুৎ বিভাগের যুগ্মসচিব তথা কালাইনের সন্তান ফজলুর রহমান লস্কর (এসিএস) এবং এপিডিসিএল-এর লক্ষ্মীপুর সাব-ডিভিশনের এসডিই-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে এলাকায় পুঁতে রাখা বৈদ্যুতিক এলটি লাইনে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার লাগিয়ে গ্রামে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানের জোরালো দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী এলাকার বাসিন্দারা।

মাস্ক না পরার জের, জরিমানা বাবদ গুজরাট সরকারের কোষাগারে এল ৯৩.৫৬ কোটি টাকা

গান্ধীনগর, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.): প্রতিষেধক না আসা পর্যন্ত মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিয়ে কোনও রকমের গাফিলতি কাঙ্ক্ষিত নয়। কয়েক মাস আগে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই কথা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক এবং ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আইসিএমআর এর তরফ থেকেও মাস্ক পরার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গুজরাট রাজ্যে সাধারণ জনমানসে মাস্ক পরা নিয়ে বিপুল মাত্রায় অনীহা সৃষ্টি হয়েছে। মাস্ক পরার সদিচ্ছা গুজরাটের জনগণের মধ্যে নেই। ফলে বিগত ২৫০ দিনে মাস্ক না পরার জন্য ২১.৪০ লাখ জনগণের ওপর জরিমানা ধার্য করেছে পুলিশ। জরিমানা বাবদ পাওয়া ৯৩.৫৬ কোটি টাকার রাজ্য সরকারের কোষাগারে জমা পড়েছে।

দীপাবলির পর দিল্লির মতই গুজরাটে করোনার বাড়বাড়ন্ত। রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে জনগণকে উদ্দেশ্য করে বারে বারে মাস্ক পরার অনুরোধ করে আসা হচ্ছিল। করোনা মোকাবিলার জন্য জেলার পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি আশীষ ভাটিয়া। রাজ্যের পুলিশ কমিশনার থেকে শুরু করে বিভিন্ন রেঞ্জের ডিআইজি ও জেলা পুলিশ সুপারকে করোনা সংক্রমণ রোধ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মাস্ক পরা নিয়ে জনগণের ওপর নজরদারি চালানোর জন্য রেল স্টেশন, বিমানবন্দর, রাজ্য পরিবহণ নিগমের বাস ডিপো, সবজি বাজার সহ একাধিক জনবহুল এলাকায় অস্থায়ী কিয়স্ক বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে লকডাউন উঠে যাওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত করোনা সংক্রান্ত বিধি নিষেধ লংঘন করার জন্য ৬০, ৪০০ মামলা দায়ের করা হয়েছে। লকডাউন এবং নৈশ কার্ফু জারি থাকার সময় রাজ্য পুলিশ সব মিলিয়ে ৪.৯২ লাখ বাহন বাজেয়াপ্ত করে। বিয়ের মরসুমে প্রতিটা বিয়েবাড়িতে করোনা দিশা নির্দেশ বজায় রাখা হচ্ছে কিনা তার ওপর নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ। এছাড়াও রাজনৈতিক সভা ও সমাবেশ করোনা বিধি মেনে হচ্ছে কিনা তাও কঠোরভাবে খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিজেপি-র উত্তরকন্যা অভিযানে রণক্ষেত্র, বিক্ষোভকারীদের হটাতে কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে পুলিশ

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিজেপি-র নবান্ন অভিযানে ব্যাপক অশান্তির পর দু'পক্ষই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সতর্কতা নিয়েছিল। কিন্তু সোমবার বিজেপি-র উত্তরকন্যা অভিযানকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল শিলিগুড়ি।

ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করতেই তিনবাত্তি মোড়ে পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে জড়িয়ে পড়েন বিজেপির কর্মীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ময়দানে নামে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

সোমবার বেলা একটু বাড়তেই বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা জড়ো হন উত্তরকন্যা অভিযানে অংশ নিতে। শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি মোড় থেকে মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন দিলীপ ঘোষ, সায়ন্তন বসু। বাকি দুটি মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন কৈলাস বিজয়বর্গীয় ও মুকুল রায়। কৈলাস বিজয়বর্গীয়র নেতৃত্বে মিছিল আসছিল জলপাই মোড় থেকে। দিলীপবাবুর মিছিলটি ফ্লাইওভার পেরোতেই বাধার মুখে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশের লাঠিচার্জ। সংঘর্ষে জখম সাংবাদিক, পুলিশকর্মীরা।

বেলা ২ টো নাগাদ শিলিগুড়ির তিনবাত্তি মোড়ে আচমকা ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন যুব মোর্চার কর্মীরা। পুলিশ-বিজেপি কর্মী ধস্তাধস্তিতে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয় এলাকায়। তিনবাত্তি মোড়ের কাছে রাস্তায় বসে পড়েন যুব মোর্চার কর্মীরা। পুলিশের তরফে ঘোষণা করা হয়, ওই এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে। জমায়েতকে ছত্রভঙ্গ হওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেনি বিজেপির যুব মোর্চা।

এরপরই বিক্ষোভকারীদের হটাতে প্রথমে কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে পুলিশ। পালটা ইট বৃষ্টি করে বিজেপির কর্মীরা। জলকামান ব্যবহার করেও বিক্ষোভকারীদের হটানোর চেষ্টা করে পুলিশ। পুলিশ-বিজেপি সংঘর্ষে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। জখম হন বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ও বিজেপি কর্মী, পুলিশ। এরপর ফের নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। ময়দানে নামে মহিলা মোর্চার কর্মীরা। খুলে দেন ব্যারিকেডের দড়ি। সেই সময় ফের জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ। ফাটানো হয় কাঁদানে গ্যাসের সেল। জলের মুখে পিছু হটে বিজেপি কর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে রণক্ষেত্র তিনবাত্তি মোড়ে পৌঁছয় বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মিছিল। যদিও তাঁদের প্রতিহত করতে প্রস্তুত ছিল পুলিশ। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে পুলিশ-বিজেপির এই লড়াই। ব্যারিকেডের সামনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এদিনের এই ধুন্ধুমার পরিস্থিতিতে রীতিমতো আতঙ্কে কাঁটা হয়ে থাকেন স্থানীয়রা।

৩ কাশ্মীরি-সহ দিল্লিতে ধৃত ৫ জন সন্দেহভাজন, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): এনকাউন্টারের পর রাজধানী দিল্লিতে ৫ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে দু'জন পঞ্জাব এবং ৩ জন জম্মু-কাশ্মীরের বাসিন্দা। সোমবার ভোররাতে অথবা ভোরে দিল্লির শাকারপুর এলাকায় এনকাউন্টারের পর ৫ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। স্পেশাল সেলের ডিসিপি প্রমোদ কুশওয়াহ জানিয়েছেন, শাকারপুর এলাকায় এনকাউন্টারের পর ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে দু'জন পঞ্জাব এবং ৩ জন জম্মু-কাশ্মীরের বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও বেআইনি সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, নার্কো সন্ত্রাসবাদের জন্য ওই ৫ জনকে সম্ভবত সহায়তা করেছিল আইএসআই। তাদের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গেও যোগ থাকতে পারে। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নাম জানার চেষ্টা চলছে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, পঞ্জাবে সূর্য চক্র পুরস্কারপ্রাপ্ত বলবিন্দর সিংকে হত্যায় এই ৫ জনের মধ্যে একজন জড়িত। এনকাউন্টার এবং ৫ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করার প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে স্পেশাল সেল-এর ডিসিপি প্রমোদ কুশওয়াহ আরও জানিয়েছেন, ধৃত ৩ জন কাশ্মীরিকে হিজবুল মুজাহিদিনের ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কার বলা যেতে পারে। পাকিস্তানে তাদের একটি সেটআপ আছে এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে তাদের সহযোগীরা রয়েছে।

ডিসিপি আরও জানিয়েছেন, টার্গেট হত্যার জন্য পঞ্জাবের গ্যাংস্টারদের ব্যবহার করা হয়েছে। এর প্রধান দু'টি উদ্দেশ্য, সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরোধীদের আশাহত করা। ধৃত ৫ জনের মধ্যে দু'জন অক্টোবরে বলবিন্দর সিং হত্যায় জড়িত, তাদের নাম-গুরজিৎ সিং ভুরা এবং সুখদীপ। এরা দু'জন পঞ্জাবের গ্যাংস্টার এবং পাকিস্তানি আইএসআই-এর যোগ রয়েছে। টার্গেট হত্যার কাজে লাগেনি হয়েছিল পঞ্জাবি গ্যাংস্টারদের এবং কাশ্মীরিরা মাদক পাচার, মাদক বিক্রি এবং সন্ত্রাসে টাকা সহায়তার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কৃষকদের আন্দোলনের সঙ্গে ধৃত ৫ জনের কোনও সম্পর্ক নেই।

কালাইনে পর পর দুটি ভয়ঙ্কর সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত সাত ব্যক্তির পরিবারকে সমবেদনা বিজেপি নেতা উত্তমের

কালাইন (অসম), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : গত ২ ডিসেম্বর এবং ২৮ নভেম্বর কালাইনে ভয়ঙ্কর দুই সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত পাঁচ ছাত্র ও দুই ব্যক্তির শোকার্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানালেন কাটিগড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা বিজেপি নেতা উত্তমকুমার নাথ।

তিনি বলেন, গত ২ ডিসেম্বর ছয় নম্বর জাতীয় সড়কের কালাইন লক্ষ্মীপুরে ট্রিপার-অলটো মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়ানক দুর্ঘটনায় মৃত গুমড়া পাইকানের সামসুল হকের ছেলে আরিফ আনসারি লস্কর, জালালপুরের আব্দুল জব্বার খানের ছেলে সালমন আলম খান, জালালপুরের ইসমাইল আলির ছেলে জাফর হুসেন, দিগরখাল দামছড়ার হরি বৈষ্ণবের ছেলে গোবিন্দ বৈষ্ণব এবং কালাইন ধুমকরের বুরহান উদ্দিনের ছেলে মনজুর আহমদের অকালমৃত্যুতে এলাকার অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতি শুধু পাঁচটি পরিবারের ক্ষতি নয়। মেধাবী ছাত্রদের মৃত্যুতে কাটিগড়া এলাকা আগামী দিনের কাণ্ডারীদের হারিয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করে তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। পাশাপাশি পাঁচ বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেছেন উত্তম নাথ।

তিনি বর্তমানে অরুণাচল প্রদেশে রয়েছেন। শীঘ্র বাড়ি ফিরে মৃত প্রত্যেক ছাত্রের বাড়িতে গিয়ে সরাসরি পরিবারের লোকজনদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন বলে জানান উত্তমকুমার নাথ। এছাড়া গত ২৮ নভেম্বর একইভাবে কালাইনের লক্ষ্মীপুরে ট্রিপারের ধাক্কায় স্থানীয় হেমবাবু সিনহা ও গৌরদাস সিনহা নামের দুই ব্যক্তির ঘটনাস্থলে প্রাণহানি ঘটেছে। সেদিনও ট্রিপার চালক দুর্ঘটনার পর পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তাঁদের মৃত্যুতেও দুই পরিবার অসহায় হয়ে পড়েছে। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মৃত দুই ব্যক্তির বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন উত্তমবাবু। পাশাপাশি ব্যস্ততম ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘনঘন দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক বিহিত পদক্ষেপ গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছেন বিজেপি নেতা উত্তমকুমার নাথ।

কৃষি আন্দোলনকে সমর্থন জানালো মহাবিকাশ আঘাড়ি জোট

মুম্বই, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রের নতুন তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলনকে সমর্থন করল মহারাষ্ট্রের মহাবিকাশ আঘাড়ি জোট সরকার। মঙ্গলবারের বনধে এই জোটে থাকা প্রতিটি রাজনৈতিক দলই কৃষকদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। সোমবার শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, করোনা সংকটের সময় মানুষ নিজের বাড়িতে বসে ছিল। কিন্তু কৃষকরা ক্ষেতে ক্রমাগত কাজ করে গিয়েছে। সেই কারণে এই সংকটের মধ্যেও দেশে খাদ্যশস্য ও সবজির অভাব বোধ হচ্ছে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি বিরোধী আইন এনে কৃষকদের অবদমিত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। কেন্দ্রের এই নীতির বিরুদ্ধে ৮ ডিসেম্বর বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। জনগণের কাছে অনুরোধ কৃষকদের জন্য সরব হন।

রাজ্যের মন্ত্রী তথা এনসিপি নেতা হাসান মুশরীফ মহারাষ্ট্রের জনগণকে এই বনধে যোগ দেওয়ার আহ্বান করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এই কেন্দ্রীয় আইন পুঁজিপতিদের সহায়ক হয়ে উঠবে। এই আইনের ফলে কৃষকদের কোমর ভেঙ্গে যাবে। এনসিপি মুখপাত্র নবাব মালিক জানিয়েছেন, দলীয় কর্মীরা সর্বাত্মকভাবে বিক্ষোভরত কৃষকদের জন্য বিক্ষোভ করবে। কংগ্রেস নেতা সতেজ পাটিল দাবি করেছেন যে রাজ্যের প্রতিটা মানুষের কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো উচিত।

উল্লেখ করা যেতে পারে ৮ ডিসেম্বরের কৃষকদের ডাকা বনধকে সমর্থন জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, শিবসেনা, আর জে ডি, সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি, তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি, বামপন্থী দলগুলি। ে

মঙ্গলবারের ভারত বনধ-কে সফল করার আহ্বান বরাক এসইউসিআই-এব

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : সারা ভারত কিষাণ খেত মজদুর সংঘ (এআইকেকেএমএস) আহূত ৮ ডিসেম্বরের ভারত বনধ-কে সার্বিক সফল করে তুলতে আহ্বান জানিয়েছে এসইউসিআই। বরাকের তিন জেলা কমিটির পক্ষে এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে মঙ্গলবারের ভারত বনধ-কে সার্থক করে তুলতে উপত্যকার সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন এসইউসিআই-র করিমগঞ্জ জেলা কমিটির সম্পাদক অরুনাংশু ভট্টাচার্য।

কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক বিরোধী তিনটি আইনের মারপ্যাঁচে সমগ্র দেশের সঙ্গে অসমের কৃষক সমাজও মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন অরুনাংশু ভট্টাচার্য। কৃষিপণ্য সম্পূর্ণরূপে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি ও কর্পোরেটের হাতে চলে যাবে এবং বণিক গোষ্ঠীর হাতে চলে গেলে বাস্তবে জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই কৃষকদের দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করে ৮ ডিসেম্বর যে ভারত বনধ-এর আহ্বান করা হয়েছে তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে এসইউসিআই-র বরাক উপত্যকার তিন জেলা কমিটি। যানবাহন, দোকানপাট, অফিস, আদালত, কলকারখানা, স্কুল কলেজ সমস্ত বন্ধ রেখে সর্বাত্মক বনধ পালন করতে এসইউসিআই-র কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে বিবৃতিতে।

গোহত্যা রোধে বিল আনতে চলেছে কর্ণাটক সরকার

বেঙ্গালুরু, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.): রাজ্যে গরু হত্যা রোধ করতে আইন প্রণয়ন করতে চলেছে কর্ণাটক সরকার। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদদুরাপ্পা জানিয়েছেন, বিধানসভার চলতি অধিবেশনের মধ্যেই গোহত্যা বিরোধী বিল পেশ করা হবে। কিন্তু লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের জন্য বিল এখনই পেশ করা হবে না।

সোমবার সাগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ৮ ডিসেম্বর মঙ্গলবার কৃষকরা যে ভারত বনধ ডেকেছে তার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ আন্দোলনরত

ছয়ের পাতায়

বেলা এগারোটায় শুরু, বিকেল তিনটে পর্যন্ত ভারত বনধ : বিকেইউ

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): বিতর্কিত তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে মঙ্গলবার ভারত বনধের ডাক দিয়েছে ভারতীয় কিশান ইউনিয়ন (বিকেইউ)। "ভারত বনধ"-এর জন্য সাধারণ মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তাই বেলা এগারোটা থেকে শুরু হবে বনধ এবং চলবে বিকেল তিনটে পর্যন্ত। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন ভারতীয় কিশান ইউনিয়নের মুখপাত্র রাকেশ তিকাইত। বিকেইউ-র মুখপাত্র রাকেশ তিকাইত জানিয়েছেন, "আমাদের প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ ছিল এবং শান্তিপূর্ণভাবেই চলবে। মঙ্গলবারের ভারত বনধ বেলা এগারোটা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত চলবে। বিরোধিতা বোঝাতেই আমাদের প্রতীকী প্রতিবাদ। এটাই বোঝানোর চেষ্টা যে, ভারত সরকারের কিছু নীতিকে আমরা মানতেই পারছি না।"

রাকেশ তিকাইত আরও জানান, সাধারণ মানুষের সমস্যা হোক, সেটা আমরা কখনওই চাইব না। তাই বেলা এগারোটা থেকে শুরু হবে প্রতিবাদ, যাতে সকলে সময়ের মধ্যেই অফিসে পৌঁছে যেতে পারেন। বিকেল তিনটের সময় অফিসগুলিতে কাজের সময়ের শেষ হবে। প্রতিবাদ চলাকালীন অ্যাম্বুলেন্স, এমনকি বিয়েবাড়ির যাত্রীদের কোনও বাধা দেওয়া হবে না। নিজেদের কার্ড দেখালেই সকলে যেতে পারবেন।"

উত্তরবঙ্গের অনুন্নয়নের অভিযোগ বিজেপি-র উত্তরকন্যা অভিযানে

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে উত্তরবঙ্গের কোনও উন্নয়ন হয়নি বলে অভিযোগ তুলল বিজেপি। বিজেপি যুব মোর্চার উত্তরকন্যা অভিযান ঘিরে এদিন চাপা উত্তাপের আবহ ছিল শিলিগুড়িতে।

অনুন্নয়নের অভিযোগে সোমবার উত্তরকন্যা অভিযানে নামে বিজেপি যুব মোর্চা। বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখেই জলপাইগুড়ির মিছিল থেকে বিজেপি সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি মুকুল রায় বলেন, "উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদকে কত টাকা

ছয়ের পাতায়

সপ্তাহের শুরুতেই মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত, ক্ষুব্ধ যাত্রীরা

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.): দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে করোনা আবহে অবশেষে চাকা ঘুরেছে কলকাতা মেট্রোর। ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে লোকাল ট্রেন পরিষেবা। যাত্রী চাপ সামাল দিতে সোমবার থেকে বাড়ানো হয়েছে মেট্রোর সময়সীমা। কিন্তু এরই মাঝে বিপত্তি। সপ্তাহের শুরুর দিনেই মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত। ব্যস্ত সময় মেট্রো চলাচল ব্যাহত হওয়ায় ক্ষুব্ধ যাত্রীরা।

মেট্রো রেল সূত্রে খবর, সোমবার সকালে সাড়ে ৯টা নাগাদ ব্যাহত হল মেট্রো পরিষেবা। দমদম স্টেশনে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে খারাপ হয়ে যায় কবি সুভাষ গামী একটি মেট্রো। প্রাথমিক পর্বে মেট্রো মেরামতের চেষ্টা করে তার সফল না হওয়ায় বেশ কিছুক্ষণের অপেক্ষায় অন্যরে রেক এনে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। যার জেরে বেশ অনেকটা সময় নষ্ট হয়। মেট্রো চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মেট্রো স্টেশনে তৈরি হয় ভিড়। ব্যাস্ত সময়ে মেট্রো চলাচল ব্যাহত হওয়ায় যাত্রীরা ক্ষুব্ধ হয়।

উল্লেখ্য, সোমবার সকাল সাড়ে আটটার বদলে সকাল সাতটার সময় ছুটছে দিনের প্রথম মেট্রো। দিনের প্রথম এক ঘন্টা এবং রাত আটটার পর মেট্রোয় যাতায়াত করতে হলে ই পাস সংগ্রহ করতে হবেনা যাত্রীদের। অন্যদিকে, সারাদিনে বৃদ্ধ, ১৫ বছরের কম বয়সী মহিলাদের ই পাসে থাকছে ছাড়। পাশাপাশি দিনের শেষ মেট্রো নোয়াপাড়া থেকে ছাড়বে ৯টা ২৫ মিনিটে। সেটি দমদম থেকে রওনা দেবে সাড়ে নটায়। একইসঙ্গে বাড়ানো হয়েছে মেট্রোর সংখ্যাও। সোমবার ১৯০টি মেট্রোর বদলে দৈনিক চলাচল করছে ২০৪টি মেট্রো। পাশাপশি সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত মহিলাদের এবং ১৫ বছরের কম বয়সীদের ইপাস বাধ্যতামূলক নয়।

তাজপুর গভীর সমুদ্রবন্দর নিয়ে আশার কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তাজপুর, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : আগামী দিনে তাজপুর গভীর সমুদ্রবন্দর মেদিনীপুর তথা বাংলার অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। সোমবার মেদিনীপুরের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, রাজ্যের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারকে বার বার অনুরোধ করা হয়েছিল তাজপুরে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু কেন্দ্র তা করে দেয়নি। তাই রাজ্য সরকারই এবার তাজপুরে সেই গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এর জন্য রাজ্য সরকার সাড়ে ১৫ হাজার কোটি টাকা দিয়ে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলছে। এই বন্দর নির্মাণ ও চালু হয়ে গেলে ২৫ হাজার তরুণ-তরুণী কাজ পাবে। মেদিনীপুর ও খড়গপুরে গড়ে উঠবে অনুসারী শিল্প। এই বন্দর দিয়ে জাপান ও দক্ষিনপূর্ব এশিয়ায় সামুদ্রিক খাদ্য রফতানি করা যাবে। তাতে পূর্ব মেদিনীপুরের মৎস্যজীবি থেকে মৎস্যব্যবাসায়ীরা প্রত্যকে উপকৃত হবেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, পশ্চিম মেদিনীপুরে যে লৌহইস্পাত শিল্প রয়েছে সেখানকার উৎপাদিত পণ্যও তাজপুরের গভীর সমুদ্র বন্দর দিয়ে সহজেই পৌঁছে যেতে পারবে বিদেশের বাজারে। তিনি বলেন, এর ফলে লাভবান হবে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষেরা। কার্যত গোটা মেদিনীপুরের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী কর তুলবে এই বন্দর। সোমবার মেদিনীপুরে দলীয় সভার মঞ্চ থেকে তাজপুরের গভীর সমুদ্রবন্দরকে তিনি তুলে ধরলেন আগামী দিনে মেদিনীপুর তথা রাজ্যের সার্বিক আর্থিক উন্নয়নের রূপক হিসাবে।

এদিন মেদিনীপুরে ছিল তৃণমূলের দলীয় সভা। শুভেন্দু অধিকারী ছাড়া এদিনের সভা কেমন হয় তা দেখার জন্য প্রহর গুণছিল গোটা বাংলা। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে লাখো মানুষের ভিড়কে সাক্ষী রেখে মুখ্যমন্ত্রী বক্তৃতা দেন।

সোমবার আগরতলায় পতাকা দিবস উপলক্ষ্যে অনুদান সংগ্রহ করেন এনসিসি'র ক্যাডেটরা। ছবি- নিজস্ব।

এজেন্সিকে পয়সা দিলে সারা দেশ জুড়েও ব্যানার লাগানো যায়, রাজীবকে কটাক্ষ অরূপের

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.): রাজ্যের শাসক দলের অন্দরের তরজা এবার প্রকাশ্যে। বর্তমানে রাজ্য রাজনীতি সরগরম বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনের পোস্টার ঘিরে। এরই মাঝে কলকাতার পাশাপাশি সোমবার হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায় ছেয়ে গিয়েছে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্টারে। "এজেন্সিকে পয়সা দিলে সারা দেশ জুড়েও ব্যানার লাগানো যায়" রাজীব বন্দ্যোপাধ্যাইয়কে কটাক্ষ অরূপ রায়ের।
এইই প্রসঙ্গে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে অরূপ রায় আরও বলেন, "এজেন্সিকে পয়সা দিলে সারা শহর জুড়ে, রাজ্য জুড়ে বা সারা দেশ জুড়েও ব্যানার লাগানো যায়। কে কি ব্যানার লাগালো তাতে কিছু আসে যায় না। আমার কাজটাই আসল।প্রথম দিন থেকে দল করে আসছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছি। দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছি। কিন্তু কোনওদিন দলের বিরুদ্ধে কথা বলিনি"।
প্রসঙ্গত,কলকাতার গিরিশ পার্ক, শ্যামবাজার, হাতি বাগান সহ বিভিন্ন এলাকায় রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে পোস্টারের পর সোমবার হাওড়া ময়দান, হাওড়া স্টেশনে, কোনা এক্সপ্রেসওয়ে এমনকি নবান্ন চত্বরেও পড়েছে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের পোস্টার।

মোট সক্রিয় রোগী ৭,৭৭৮ জন, তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,৪৭৪

হায়দরাবাদ, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় আবারও বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৫১৭ জন এবং দৈনিক মৃত্যু হয়েছে দু"জনের। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৭৩,৮৫৮ এবং এযাবৎ মৃত্যু হয়েছে ১, ৪৭৪ জনের। স্বস্তি দিয়ে তেলেঙ্গানায় বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার সংখ্যা ২,৬৪,৬০৬ জন।
সোমবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৫১৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে দু"জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,৬৪,৬০৬ জন করোনা-রোগী। রবিবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৭,৭৭৮ জন। তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৬.৬২ শতাংশ।

মমতার সরকারকে উপড়ে না ফেলা পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকব না, চ্যালেঞ্জ কৈলাশের

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি স):পুলিশ বিজেপি কর্মীদের খণ্ডযুদ্ধে রণক্ষেত্র পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযানে। পুলিশের ঘায়ে মৃত্যু হয়েছে এক বিজেপি কর্মীর অভিযোগ তুলেছে বিজেপির। আর এরপরেই রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে "মমতার সরকারকে উপড়ে না ফেলা পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকব না" চ্যালেঞ্জ কৈলাশ বিজয় বর্গীয়র।
রাজ্যেরর শাসক দলকে একহাত দিয়ে কৈলাশ বিজয় বর্গীয় আরও বলেন, "এখানে গণতন্ত্রের হত্যা করা হল। আমরা চুপ করে বসে থাকব না যতক্ষণ না এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে উপড়ে ফেলব। আমরা সংকল্প নিয়েছি। আমরা গুলি-লাঠি-বোমায় ভয় পাই না। আমরা বাংলাকে বাঁচাতে, প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য প্রাণের আহুতিও দিতে পারি"।
উল্লেখ্য, এদিন বিজেপির কর্মসূচি কিরে পুলিশ বিজেপি কর্মী খন্ড যুদ্ধ বাঁধে। উত্তরকন্যার চারিদিকে কার্যত দুর্গ তৈরি করে দিয়েছিল প্রশাসন। ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে রাখা হয় চারদিক।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উত্তরকন্যা অভিযানে মৃত এক, দাবি অস্বীকার রাজ্যের দুই মন্ত্রীর

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : সোমবার উত্তরকন্যা অভিযানে মারা গেলেন এক বিক্ষোভকারী। এদিন দুপুরে অবশ্য দাবি অস্বীকার করেছেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী গৌতম দেব এবং সৌগত রায়। বিকেলে বিজেপি-র তরফে মৃত ব্যক্তির নাম ও ছবি প্রকাশ করা হয়েছে।
বিজেপি-র দাবি, উলুন রায় নামে ওই ব্যক্তির বাড়ি গজলডোবায়। পুলিশের লাঠির ঘায়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার কড়া সমালোচনা করে টুইট করেছে রাজ্য বিজেপি।
এদিন সাংবাদিকদের তরফেও পুলিশি আক্রমণের অভিযোগয়করা হয়েছে। একটি সুপরিচিত চ্যানেলের সংবাদকর্মীর বয়ানে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে রিপোর্টিং করছিলেন তিনি এবং অন্যান্য সাংবাদিকরা। তখনই আচমকা তাঁদের লক্ষ্য করেই করে ঢিল ছোঁড়া হয়। এদিকে বিজেপির কেউ না থাকলেও সাংবাদিকদের লক্ষ্য করেই আক্রমণ করা হয়। আর তাতেই জখম হন আমাদের প্রতিনিধি।
এদিন যত বেলা বাড়তে থাকে, পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকেই যায়। অন্যদিকে প্রচুর সংখ্যায় পুলিশও সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে ঝাঁপায় বিজেপি সমর্থকদের পিছু হটাতে। একে একে অন্যান্য মিছিলগুলোও গন্তব্যের দিকে এগিয়ে আসে। পরিস্থিতি আরও চরমে পৌঁছে যায়। একের পর এক কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানো হয়।
বিজেপির নবান্ন অভিযানের সময় পুলিসের বিরুদ্ধে উঠেছিল রাসায়নিক ব্যবহারের অভিযোগ। উত্তরকন্যা অভিযানেও উঠল সেই একই অভিযোগ। অভিযোগ উঠেছে, বিজেপির মিছিল আটকাতে তিনবাত্তি মোড়ে যে ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে তাতে ব্যবহার করা হয়েছে মোবিল ও গ্রিজ। আন্দোলনকারীরা যাতে এই ব্যারিকেড টপকাতে না পারে সেই জন্যে এই ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ। আর রাসায়নিকের এই ব্যবহার নিয়েই ওঠে প্রশ্ন।
বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযানের আগেই এদিন উত্তেজনা শুরু হয়। জলপাইগুড়ির গোশালা মোড়ে বিজেপির বাস আটকানো ঘিরে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা হয়। পুলিশি প্রহরা কাটিয়ে এগিয়ে যান বিজেপি মহিলা মোর্চার জেলা সভাপতি টিনা গাঙ্গুলি।

যাত্রী না পেয়ে মাঝেরহাট সেতুতে বাস বন্ধ রাখার কথা ভাবছে বাস মালিকরা

কলকাতা,৭ ডিসেম্বর (হি স): দু"বছর আগে শহরের বুক কাঁপিয়ে ভেঙে পড়েছিল মাঝেরহাট সেতু। তবে, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে দু বছর তিন মাস বাদে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে খুলে গিয়েছে দক্ষিণ কলকাতার সংযোগকারী সেতু মাঝেরহাট সেতু। গত শুক্রবার থেকে মাঝেরহাট সেতুতে চালু হয়েছে যান চলাচল।
তবে, মাঝেরহাট সেতু যাত্রী না পেয়ে মাঝেরহাট সেতুতে বাস বন্ধ রাখার কথা ভাবছে বাস মালিকরা। অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে জনসাধারণের জন্য খুলে গিয়েছে মাঝেরহাট সেতু। মাঝেরহাট নতুন সেতুটির নাম রাখা হয়েছে জয় হিন্দ সেতু। এতদিন ধরে মাঝেরহাট সেতু বন্ধ থাকায় চরম বিপাকে পরেছিল নিত্যযাত্রীরা। তবে অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে শুক্রবার সকাল থেকেই ছোট গাড়ি বাস, বাইক চলছে। কিন্তু যাত্রী না পেয়ে বাস পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাস—মালিকরা। ৩ডি এবং ৩ডি/১ উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়া মিল্ক কলোনি থেকে মাঝেরহাট সেতু পেরিয়ে এই দু'টি বাস আগে যেত বেহালার দিকে। ৩ডি রুটের বাসটি যেত শ্যামবাজার, এপিসি রোড, শিয়ালদহ, ধর্মতলা, খিদিরপুর হয়ে। ৩ডি/১ শ্যামবাজার, শিয়ালদহ, ধর্মতলা থেকে বেহালার দিকে যেত রবীন্দ্র সদন এবং ভবানী ভবন হয়ে কিন্তু মাঝেরহাট সেতু চালু হলেও ওই রুটে বর্তমানে বাস চালানোর কথা ভাবা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সভা থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনার বলি ১ জন

মেদিনীপুর,৭ ডিসেম্বর (হি স):সামনেই একুশের নির্বাচন। জোর কদমে রাজনৈতিক দল গুলির মধ্যে চলছে নির্বাচনের প্রস্তুতি। এরই মাঝে সোমবার মেদিনীপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ছিল। সভা থেকে ফেরার পথেই দুর্ঘটনার বলি ১ তৃণমূল কর্মী।
জানা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা থেকে ফেরার পথে মেদিনীপুর কোতয়ালি থানার পাটালৌকা এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যানে করে আসছিলেন কয়েকজন তৃণমূল সর্মথক। তখন ওই তৃণমূল কর্মী কেশপুর থেকে পানিহাটি ফিরছিলেন। ঠিক তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় গাড়িটি। শেখ অবতাব আলি নামে ওই তৃণমূল কর্মীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। আহত বেশ কয়েকজন। আহতদের মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

উত্তরকন্যা অভিযানে

পাচের পাতার পর
দিয়েছে রাজ্য সরকার? শ্বেতপত্র প্রকাশ করার দাবি জানাচ্ছি।"
তৃণমূল থেকে সদ্য বিজেপিতে আসা কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক মিহির গোস্বামীও অভিযোগের সুরে বলেন, "সরকার বরাবর কলকাতা কেন্দ্রিক উন্নয়নে কাজ করেছে। উত্তরবঙ্গ বঞ্চিতই থেকেছে। কিন্তু এবার আমরা উত্তরবঙ্গের যথাযথ উন্নয়ন চাই। এই দাবি নিয়েই উত্তরকন্যা অভিযান।"
পুলিশ অভিযানে বাধা দেওয়ায় ক্ষুব্ধ মিহিরবাবুর অভিযোগ, "এটা গণতন্ত্রকে বাধা দেওয়া। বিরোধীদের দাবি পর্যন্ত শুনতে চায় না সরকার। তাই এভাবে আটকানো হচ্ছে।'

কর্ণাটক সরকার

পাচের পাতার পর
কৃষকদের সঙ্গে ক্রমাগত কথা বলে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।
উল্লেখ করা যেতে পারে, গরু রক্ষার জন্য বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি লাভ জিহাদের বিরুদ্ধেও আইন প্রণয়নে উদ্যত এই সকল রাজ্যগুলি।

আহত দুই

তিনের পাতার পর
ভিতর থেকে সবাইকে উদ্ধার করেন। একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে আহতদের বোকাজানে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনায় নিহতদের যথাক্রমে পোকসাম, আবং, কান্দাত এবং ইয়ংকাই বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ।

৭০ শতাংশ

তিনের পাতার পর
অবতীর্ণ হয়েছেন ৬০ জন।
জেলা নির্বাচন দফতর সূত্রের তথ্য, বাকসা জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ৭,৩৯,৭৪২ এবং ওদালগুড়ি জেলায় এই সংখ্যা ৬,২২,৪০৮। সর্বমোট ১৩,৬২,১৫০ ভোটার ১২৪ জনের ভাগ্য নির্ণয় করেছেন আজ। দ্বিতীয় দফার ভোট আগামী ১০ ডিসেম্বর। কোকরাঝাড় জেলার ১২টি এবং চিরাং জেলার সাতটি আসনে হবে ভোটগ্রহণ।
আজ এই দুই জেলার ১৯ আসনের নির্বাচনের জন্য প্রচারাভিযান চালিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, অর্থমন্ত্রী তথা নেডা-র চেয়ারম্যান হিমন্তবিশ্ব শর্মা, সাংসদ কামাখ্যপ্রসাদ তাসা, পল্লবলোচন দাস, বিধায়ক আঙুরলতা ডেকা, অশোক শর্মা প্রমুখ বহু বিজেপি নেতা। গদি দখলে ময়দান চষে জোরদার প্রচারাভিযান চালিয়েছেন বিপিএফ-প্রধান হাগ্রামা মহিলারি, দলের নেতা তথা মন্ত্রী প্রমিলারানি ব্রহ্ম, রিহন দৈমারি, চন্দন ব্রহ্মরাও।

মঙ্গলবার ১২ ঘন্টা উত্তরবঙ্গ বনধের ডাক বিজেপি-র

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : একুশের ভোটের আগে শক্তি প্রদর্শনে মরিয়া বিজেপি। উত্তরকন্যা অভিযানে এক বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর প্রতিবাদে মঙ্গলবার ১২ ঘন্টার বনধ ডাকল বিজেপি। সোমবার সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান রাজ্য বিজেপি-র মুখপাত্র শমিক ভট্টাচার্য।
সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, পুলিশের বর্বরোচিত আচরণের প্রতিবাদে এই ডাক। সকাল থেকে উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। কাল উত্তরবঙ্গ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। যে তৃণমূলের জন্মের ভিত্তি ২১ জুলাই, সেই ২১ জুলাইতেও মিছিলকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যে কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যখন আইন অমান্য হয়, পুলিশ তার কাজ করবে। একটি নির্দিষ্ট স্থানে পুলিশ আন্দোলনকারীদের রুখে দেবে। কিন্তু প্রত্যেক বার দেখা যাচ্ছে পুলিশ দমনপীড়ণের পথে নেমেছে। এদিন শিলিগুড়িকে দ্বীপের মত অবরুদ্ধ করে ফেলা হয়েছিল। বিজেপি রাজ্য সভাপতি ট্রেন থেকে নেমে সোজা রাস্তায় তাঁর গন্তব্যে পৌঁছোতে পারেননি। জিনিসপত্র নিয়ে কার্যত রেললাইন টপকে নিজের জায়গায় যেতে হয়েছিল। রাজ্যজুড়ে বিজেপি কর্মীদের ওপর আক্রমণ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে।
সোমবারের অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার কান্ড হয়। রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে শিলিগুড়ি। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের চলে ধাক্কাধাক্কি, উত্তেজনা। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি চলে বিজেপি কর্মীদের। ১৪৪ ধারা অমান্য করায় মিছিল আটকাল পুলিশ। বিজেপি কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করতে ছোড়া হয় কাঁদানে গ্যাস।

জামিন পেলেন বিজেপি নেতা কবীর শঙ্কর বসু

হুগলি, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : রবিবার রাতে হুগলীর শ্রীরামপুরে রাজ্য বিজেপি নেতা কবীর বোসের গাড়ি ভাঙচুর ঘটনার পরই তার দেহরক্ষীরা বেধড়ক লাঠি চার্জ করে। ঘটনায় আহত তিনজন তৃণমূল কর্মী শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে ভর্তি হয়, রাতেই সাংসদ কল্যাণ বন্দোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে এসে দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। সোমবার সকালে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার গুলাম সারওয়ারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় কবীর বোসের আবাসনের সামনে। বেলার দিকে থানার চা খাবার নাম করে শ্রীরামপুর থানায় বিজেপি নেতা কবির শঙ্কর বসুকে নিয়ে আসা হয়।অভিযোগ থানাতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়।
এদিকে কবীর বোসের উপর হামলা,গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনার প্রতিবাদে দুপুরের দিকে শ্রীরামপুর বটতলায় জিটি রোড অবরোধ করে বিজেপি।এরপরই আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শ্রীরামপুর থানা চত্তর।একদিকে বিজেপি, অন্য দিকে তৃণমূলের বিক্ষোভে চরম উত্তেজনা ছড়ায় থানা এলকায়।অবশেষে বিশাল পুলিশ বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দেয়।থানায় ছুটে আসেন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। তিনিও থানায় ঢুকে পরিস্থিতি কথা জানতে চান। সাংবাদিক সামনে মুখোমুখি হয়ে পুলিশ বিরুদ্ধে তিনি ক্ষোভ উগড়ে দেন তিনি।তিনি তিন দিনের মধ্যে পুলিশকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেবার জন্য হুমকি দেন। না হলে তিন দিন পর ফের শ্রীরামপুরে আসবেন বলে জানান।এদিকে দুপুরে বিজেপি নেতা কবীর শঙ্কর বসুকে শ্রীরামপুর আদালতে নিয়ে যায়ও হয়।তার বিরুদ্ধে ৩৪১,৩২৫,৩২৬,৩০৭,৫০৬,৩৫৪এ,সহ দুটি মামলায় দেওয়া হয়। যদিও বিচারক তাকে জামিন দিয়ে দেয়।সব মিলিয়ে দিনভর উত্তপ্ত রইল শ্রীরামপুর।

প্রকাশ্যে শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, কাঁকসা ত্রিলোকচন্দ্রপুরে পঞ্চায়েত প্রধানকে হেনস্থার অভিযোগ

দুর্গাপুর, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : এলাকায় নলকূপ না হওয়ায় শাসকদলের দুই গোষ্ঠীরদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে। পঞ্চায়েত অফিসে টেবিল তুলে প্রধানকে হেনস্থার অভিযোগ। সোমবার জেলায় মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসার ত্রিলোকচন্দ্রপুর পঞ্চায়েতে। সাইনা বেগম নামে ওই পঞ্চায়েত প্রধান অসুস্থ অবস্থায় পানাগড় ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি।
ঘটনায় জানা গেছে, ত্রিলোকচন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের বেশকিছু এলাকায় গ্রীষ্মকালে জলকষ্ট দেখা দেয়। জলকষ্ট দুর করতে সম্প্রতি নলকুপ বসানোর কাজ চলছে। সোমবার পঞ্চায়েতে সদস্যদের নিয়ে বোর্ড মিটিং ছিল। অভিযোগ ওই মিটিংয়ের পর পঞ্চায়েতের ১৩ নং সংসদ এলাকায় নতুন কোন নলকুপ বসানো হয়নি। আর তারই কৈফিয়ত জানতে সচিবের কাছে যায় তৃণমূলের সদস্য বিনোদ গোস্বামী। ওইসময় চিৎকার শুনে পঞ্চায়েত প্রধান সাইনা বেগম উন্মত্ত ওই সদস্যকে শান্ত থাকতে বলেন। অভিযোগ, তখনই হাতের কাছে থাকা টেবিল তুলে ফেলেন ওই সদস্য। আর তাতেই প্রধান আহত হয়। সাইনাদেবী হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে জানান,' মিটিং থাকায় বিনোদবাবুকে শান্ত থাকতে বলেছিলাম। এবং আমার সঙ্গে বিষয়টি আলোচনার জন্যও বলেছিলাম। কিন্তু সেসব না শুনে টেবিল তুলে ফেলে। তাতে পেটে লাগে। ব্যাথা রয়েছে। পুলিশে জানিয়েছি।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে বিনোদবাবু অবশ্য বলেন,' এলাকায় জলকষ্ট। এলাকাবাসী নিয়মিত নলকূপের দাবী করে। বিষয়টি পঞ্চায়েতে তুলে ধরেছিলাম। নতুন নলকুপের আবেদন করেছিলাম। কিন্তু নতুন নলকুপ না করে পুরোনো নলকুপটি মেরামত করে দেয়। কিছুদিন পর আবারও সেটি বিকল হয়ে পড়ে। তাই সচিবের কাছে নালিশ জানাতে গিয়েছিলাম। তখনই টেবিলটা সরে যায়। তাতে সমান্য লেগে যায় প্রধানের।' তিনি আরও বলেন," তৎক্ষনাৎ ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু বাইরে বের হতেই প্রধানের কিছু অনুগামী আমার ওপর চড়াও হয়। মারধর করে।' এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ।

পঠন-পাঠন

● **প্রথম পাতার পর**
এদিকে বোর্ড পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিতভাবে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। তাই সকলকে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

বনধের জেরে মঙ্গলবার স্থগিত সিএ পরীক্ষা

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : কৃষকদের ডাকা প্রস্তাবিত ভারত বনধের জেরে স্থগিত হয়ে গেল মঙ্গলবারের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি (সিএ ফাউন্ডেশন) পরীক্ষা।
কেন্দ্রের তিন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে আগামীকাল ভারত বনধ ডেকেছেন আন্দোলনরত কৃষকরা। সমস্যা এড়াতে পরীক্ষা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল। আগামীকাল চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট ফাউন্ডেশনের পরীক্ষার এই স্থগিত পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে উদ্যোক্তা সংগঠন ইন্সটিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস অফ ইন্ডিয়া (আইসিএআই)। ওই দিন একই পরীক্ষা কেন্দ্রে দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত পরীক্ষা হবে।
বলেছে, যে অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হয়েছিল, সেই অ্যাডমিড কার্ডেই পরীক্ষা হবে। আইসিএআই-এর অতিরিক্ত সচিব এস কে গর্গ জানিয়েছেন, ২১ আগস্টের পরীক্ষাসূচি মেনে বাকি পরীক্ষা হবে।

গঙ্গানগর

● **প্রথম পাতার পর**
বিএসএফের ১৩৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা। অপহরণের ঘটনার খবর পেয়ে বিএসএফ জওয়ানরা বাহিনীর উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান। খবর দেওয়া হয় ধলাই জেলার পুলিশ সুপার, আমবাসা মহকুমা পুলিশ আধিকরীক এবং গঙ্গানগর থানায়। সাথে সাথেই তাঁরা বিশাল সংখ্যায় পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেন। আশাপাশের এলাকায় চিরুনী তল্লাসী চালানো হয় বিএসএফের সহযোগিতায়।
জানা গিয়েছে, যে এলাকা থেকে ওই তিনজনকে অপহরণ করা হয়েছে সেটি ইন্দো-বাংলা সীমান্তের ২২৭৭-২২৭৮ পিলারের মাঝখানে। ওই এলাকায় এখনো কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ শেষ হয়নি। আশঙ্কা করা হচ্ছে ওই উন্মুক্ত এলাকা দিয়েই জঙ্গীরা বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করেছে। আরও জানা গিয়েছে, ওই সীমান্ত থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে খাগড়াছড়ি রেঞ্জ শুরু হয়ে যায়। আর খাগড়াছড়ি রেঞ্জে জঙ্গীদের বহু ঘাঁটি রয়েছে। সেখানে জঙ্গীদের ক্যাম্পে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণও হয়। ইতিপূর্বে বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে খাগড়াছড়ির গভীর জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে জঙ্গী ঘাঁটি গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখনও কিছু ঘাঁটি রয়েছে বলে বিএসএফের কাছে পাকাপোক্ত তথ্য রয়েছে।
এদিন,অপহরণের ঘটনার পরপরই রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক বিএসএফের আইজি-কে গোটা ঘটনার রিপোর্ট চেয়েছিল। কিন্তু, সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন রিপোর্ট দিতে পারেননি বিএসএফের আইজি। সন্ধ্যার পর বিএসএফের আইজির সাথে বৈঠক করেন পুলিশের মহানির্দেশক। দীর্ঘ সময় চলে তাঁদের মধ্যে আলোচনা। রাত পর্যন্ত পুলিশ কিংবা বিএসএফ কোন হদিশ পায়নি অপহৃতদের, জঙ্গীদের ধরা তো দূরের কথা। প্রসঙ্গত, এডিসি নির্বাচনের প্রাককালে পাহাড়ে জঙ্গী তৎপরতা বিভিন্ন মহলে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

বিকেইউ

● **প্রথম পাতার পর**
আলোচনা, ভোটের তোয়াক্কা না করে সংসদে বিল পাশ করিয়ে ভারতের কৃষিব্যবস্থা ও কৃষকদের জীবন ধ্বংস করে দিতে চাইছে সরকার আর কর্পোরেটদের হাতেই ক্ষমতা তুলে দিতে চাইছে।"
এদিকে, কৃষক সংগঠনগুলির ডাকা ৮ তারিখের ভারত বন্ধের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারের নয়া কৃষি আইনের বিরোধিতায় জাতীয় স্তরে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছে তৃণমূলও। কৃষি আইনের বিরোধিতায় জাতীয় স্তরে প্রতিবাদ কর্মসূচি ঠিক করতে শনিবারই তৃণমূল ভবনে অকালি দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন, মলয় ঘটক প্রমুখ তৃণমূল নেতৃত্ব। এই বৈঠকে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন অকালি দলের প্রাক্তন সাংসদ তথা দলের সহ সভাপতি প্রেম সিং চান্দুমাজরা-সহ ছয় প্রতিনিধি।
আবার বনধকে সমর্থন করেছে ১০টি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তো আগেই জানিয়ে রেখেছেন যে তাঁর দল কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে পথে নামবে। এমন অবস্থায় ওই দিন দেশের নানাপ্রান্তে বনধের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা দেখছেন পর্যবেক্ষকেরা। তবে, নিশ্চিত ভাবেই সবথেকে বেশি প্রভাব পড়বে দিল্লিতে। কারণ, কৃষকরা ইতিমধ্যেই রাজধানী অচল করে দেওয়ার ঘোষণা করে রেখেছেন।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**
ওমনি গাড়িটি রেখে পালিয়ে যায়।
তৎক্ষণাৎ ফরেস্টের বিট পেট্রলিং কর্মীরা ওমনি গাড়ির কাছে এসে তল্লাশি চালিয়ে গাড়ির ভেতর থেকে ত্রিশ ফুট অবৈধ ভাবে নিয়ে যাওয়া সেগুন কাঠের টিম্বার জব্দ করে। সাথে আটক করা হয় সেগুন কাঠের টিম্বার গুলি নিয়ে যাওয়া মারুতি ওমনি গাড়ি।তারপর বিপুল পরিমাণ সেগুন কাঠের টিম্বার সহ গাড়িটি চুড়াইবাড়ি ফরেস্ট বিট অফিসে নিয়ে আসেন বিট অফিসার গৌতম দাস। বনদপ্তরের সকল প্রসেসিং সেরে গাড়িসহ বিপুল পরিমাণ সেগুন কাঠের টিম্বার গুলি পানিসাগর স্থিত জুড়ীর ফরেস্ট প্রটেকশন ইউনিটে পাঠিয়ে দেন।
এদিকে চুড়াইবাড়ি ফরেস্টের বিট অফিসার গৌতম দাস জানান, ওমনি গাড়ি দিয়ে রাতের আধারে অবৈধভাবে সেগুন গাছের টিম্বার গুলি পাচারের উদ্দেশ্যে অসমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। রাতের পেট্রোলিং এর সময় খাদিমপাড়া সংলগ্ন আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের উপর থেকে গাড়িসহ বিপুল পরিমাণ সেগুনের টিম্বার উদ্ধার করে চুরাইবাড়ির বনদপ্তরের কর্মীরা।বিট অফিসার আরো জানান উদ্ধারকৃত সেগুন কাঠের টিম্বার ও জব্দকৃত ওমনি গাড়ির বাজার মূল্য প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা। পাশাপাশি তিনি আরো জানান,আগামী দিনেও চুরাইবাড়ি বনদপ্তরের উদ্যোগে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আগরতলায়

● **প্রথম পাতার পর**
একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন সংকট চৌমুহনী এলাকায় একটি বাড়ি নির্মাণের কাজ চলছিল।
সেখানে ঢুকে দুই যুবক নির্মাণ সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। বিষয়টি স্থানীয় জনগণের নজরে আসতেই তারা ওই দুই যুবককে আটক করেন। উত্তেজিত জনতা তাকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দেন।উল্লেখ্য গত বেশ কিছুদিন ধরেই সংকর চৌমুহনী সহ রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় দিনদুপুরে চুরির ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

টিএসআরের

● **প্রথম পাতার পর**
আগরতলা থানার পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, হঠাৎ করে গাড়ির সামনে এসে যাওয়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তবে ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত শুরু হয়েছে। চালকের ভুল ছিল, নাকি নিহত যুবকের অসাবধানতায় দুর্ঘটনা হয়েছে তা তদন্ত করে দেখবে পুলিশ। তিনি জানান, হাসপাতালে নেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম, ঠিকানা কিছুই এখনও জানা সম্ভব হয়নি।

বৈঠক

● **প্রথম পাতার পর**
শেষ বৈঠকে পৌরনিগমের মেয়র গেট টুগেদার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।পৌরনিগমের আগামী দিনের পথ চলা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে পুরো নিগমের মেয়র জানান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে তিনি কোনো ধরনের মন্তব্য করতে অনীহা প্রকাশ করেন। আগরতলা পুরো নিগমের সর্বশেষ কাউন্সিলরদের নিয়ে আয়োজিত বৈঠকে কাউন্সিলরদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে।

শিক্ষকরা

● **প্রথম পাতার পর**
কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাঁর দাবি, দুমাস আগে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমাদের চাকরির স্থায়ী সমাধান করবেন। সেই প্রতিশ্রুতিরও খেলাপ করা হয়েছে। তাই, আমরা বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নেমেছি। তাঁর সাফ কথা, চাকরির স্থায়ী সমাধানের লিখিত প্রতিশ্রুতি মিললেই আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে। নয়তো, লাগাতার গণ-অবস্থান জারি থাকবে।

আমরা বাঙালী

● **প্রথম পাতার পর**
না। উপরন্তু প্রচুর মানুষ কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে ঘুরছেন। তাই কৃষক-বিরোধী এই বিলের বিরোধিতায় ডাকা বনধ-কে আমরা বাঙালীও সমর্থন করছে। আগামীকাল বনধ-এর সমর্থনে আমরা বাঙালীও পিকেটিং করবে, জানান তিনি।

বিজেপির

● **প্রথম পাতার পর**
সর্বনাশা বনধ-এর পক্ষে বিজেপি কখনও দাঁড়ায়নি। ফলে, জনজীবন স্বাভাবিক রাখার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করা হবে।

ক্রীড়াঙ্গন

টেস্টের মাঝপথে যদি কোনো ক্রিকেটার আক্রান্ত হয়?

জীবাণুমুক্ত পরিবেশে ক্রিকেট শুরুর ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) ভাবনাকে অবাস্তব মনে করছেন রাহুল দ্রাবিড়। ভারতের সাবেক এই অধিনায়কের মতে, বিশ্বের অন্য বোর্ডগুলোর জন্য এমন পরিবেশ তৈরি করা হবে অসম্ভব। এখানে ঝুঁকির জায়গাও দেখছেন তিনি।

আগামী জুলাইয়ে দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইংল্যান্ড। কোয়ারেন্টিন ও প্রস্তুতির জন্য এক মাস আগে সফরে যেতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরই মধ্য অনুশীলন শুরু করেছে ক্যারিবিয়ানরা। অনুশীলন শুরু করেছে ইংলিশরাও। জীবাণুমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে ইংলিশ ক্রিকেটারদের ৯ সপ্তাহ পরিবার থেকে দূরে থাকতে হতে পারে।

তবে এই পুরো প্রক্রিয়াটি নিয়েই অনেক সংশয় আছে দ্রাবিড়ের। ভারতের সুবিধাবঞ্চিত ক্রীড়াবিদদের নিয়ে কাজ করা এক অলাভজনক সংগঠনের আয়োজনে ভারতীয় কিংবদন্তি জানালেন, ইংল্যান্ডের এই উদ্যোগ নিয়ে নিজের ভাবনা।

" ইসিবি যে পর্যায়ের কথা বলছে, ব্যাপারগুলো তেমন রাখতে পারা কিছুটা অবাস্তব। অবশ্যই ইসিবি সিরিজ আয়োজনে মরিয়া। কারণ এই মুহূর্তে কোনো খেলা নেই এবং তারা মৌসুমের মাঝামাঝি আছে এখন। তারা যদি অমন পরিবেশ তৈরি করতেও পারে এবং সেভাবে সামাল দিতে পারে, অন্যদের জন্য (অন্যান্য বোর্ড) এটি অসম্ভব হবে। বিশেষ করে যে ধরণের সূচি করা হয় (ঠাসা) এবং একটা সফরে যে পরিমাণ ভ্রমণ করতে হয়, যত লোক এতে সম্পৃক্ত থাকে, তাতে এটা সম্ভব নয়।"

জীবাণুমুক্ত পরিবেশে থেকেও কোনো ক্রিকেটার আক্রান্ত হলে যে পারিপার্শকি অবস্থা দাঁড়াবে, সেটি নিয়ে শঙ্কার কথাও তুলে ধরলেন দ্রাবিড়।" আমরা সবাই আশা করছি, সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি বদলাবে এবং ভালো ওষুধ এলে অবস্থার উন্নতি হবে। কিন্তু জীবাণুমুক্ত পরিবেশে খেলার ক্ষেত্রেও, সব পরীক্ষা করা হলো, কোয়ারেন্টিন মানা হলো, তার পর টেস্টের দ্বিতীয় দিনে কোনো ক্রিকেটার যদি পজিটিভ হয়, তখন কি হবে?"" বর্তমানে যে নিয়ম আছে, তাতে জনস্বাস্থ্য বিভাগের লোকজন তখন এসে সবাইকে কোয়ারেন্টিনে পাঠাবে। টেস্ট ম্যাচ বা সিরিজের সেখানেই সমাপ্তি। সবাইকে ওখানে আনতে এবং ওই পরিবেশ তৈরি করতে যে ব্যয় হলো, সব জলে যাবে। কাজেই, স্বাস্থ্য বিভাগ ও সরকারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিলে এমন একটা উপায় খুঁজতে হবে, যেখানে একজন খেলোয়াড় যদি পরীক্ষায় পজিটিভ হয়, তাতেও যেন টুর্নামেন্ট বাতিল না হয়।"

লালার ব্যবহার বন্ধে একঘেয়ে হতে পারে ক্রিকেট

প্যাট কামিন্স যে সুরে কথা বলেছিলেন, সেই একই সুর ফুটে উঠল তার নতুন বলের জুটির কণ্ঠেও। মিচেল স্টার্ক বলছেন, বলে লালার ব্যবহার বন্ধ হলে ক্রিকেট হয়ে উঠতে পারে একঘেয়ে ও বিরক্তিকর।

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে বলে লালার ব্যবহার বন্ধ করার সুপারিশ করেছে আইসিসি ক্রিকেট কমিটি। ক্রিকেট মাঠে ফেরাতে যে নির্দেশনাগুলো দিয়েছে আইসিসি, সেখানেও বলা হয়েছে এটি বন্ধ করার কথা।

কিন্তু বল সুইং করাতে লালার ব্যবহার ক্রিকেটে চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। লালা ব্যবহার না করলে সুইং আদায় করা খুব কঠিন হয়ে পড়বে পেসারদের জন্য। ব্যাটসম্যানদের আধিপত্য তখন হয়ে উঠতে পারে একতরফা।

আইসিসি ক্রিকেট কমিটি এই সম্ভাব্য একতরফা আধিপত্য কমাতে স্পোর্টিং উইকেট আরও বেশি বানানোর পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু এই পরামর্শ গত কয়েক বছর ধরেই বিশেষজ্ঞরা দিয়ে আসছেন, বিশ্বজুড়ে ক্রিকেট প্রশাসকরা সেটির বাস্তবায়ন করেছেন সামান্যই। ব্যাটিং সহায়ক উইকেটই দেখা যায় বেশি।

এটি নিয়েই কিছুদিন আগে নিজের দুর্ভাবনার কথা জানিয়েছিলেন সময়ের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার প্যাট কামিন্স।

এবার সেরাদের আরেকজন, স্টার্কের কণ্ঠেও শোনা গেল শঙ্কার উচ্চারণ। একটি ভিডিও সাক্ষাৎকারে মঙ্গলবার এই বাঁহাতি ফাস্ট বোলার বলেছেন, পেসারদের পাশাপাশি স্পিনারদের নিয়েও ভাবনার অবকাশ আছে।

"গত কয়েক বছরে অস্ট্রেলিয়ায় আমরা বেশ নিষ্প্রাণ কিছু উইকেট দেখেছি। আর বল যদি সোজাসুজিই যায় (সুইং না করে), তাহলে লড়াই খুব একঘেয়ে আর বিরক্তিকর হয়ে উঠবে। কুকাবুরা (ক্রীড়া সামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান) সম্ভবত বল উজ্জ্বল করার জন্য মোম বা এই জাতীয় কিছু বের করার চেষ্টা করছে। সেটা বিবেচনায় আছে কিনা, জানি না।"

"তবে লড়াইটা যেন সমানতালে হয়, সেটি নিশ্চিত করায় আরও ভাবতে হবে।

সাধারণত স্পিনাররা মনে করে, যে উইকেটে বল সিম করে, সেখানে স্পিনও কিছুটা করে। তো বোলারদের খেলায় ধরে রাখতে সম্ভাব্য সবকিছু করা উচিত।"

স্টার্ক নিজে অবশ্য লালার চেয়ে বলে বেশি ব্যবহার করেন ঘাম। কিন্তু সামগ্রিক চিন্তাটাই তাকে ভাবাচ্ছে বেশি।

"উইকেটগুলো যেন নিষ্প্রাণ না হয়, বা বল উজ্জ্বল করার জন্য কৃত্রিম কিছু ব্যবহার করা যায় কিনা, এসব নিয়ে অনেক ভাবতে হবে। বোলাররা ঘাম ও লালা, দুটিই ব্যবহার করে থাকে। আমি ঘামের ব্যবহারই বেশি করি, হাত খুব বেশি মুখে যায় না আমার। কিন্তু প্যাট কামিন্স গত সপ্তাহে যা বলেছে, আমি পুরোপুরি একমত যে ব্যাট ও বলের সমতা রাখতে হবে। এটির সঙ্গে আপোস চলবে না। বল যাতে সুইং করানো যায়, সেটির কোনো পথ রাখতে হবে।"

মাস্ক পরে বোলিং

বলে লালা ব্যবহার না করতে সুপারিশ করেছে আইসিসি ক্রিকেট কমিটি। ক্রিকেট মাঠে ফেরাতে আইসিসির নির্দেশনায়ও এটি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এতদিনের অভ্যাস কি হুট করে বাদ দেওয়া যায়?

মনের অজান্তে কেউ যদি লালা ব্যবহার করে ফেলে! মিসবাহ-উল-হক তাই বলছেন, বোলারদের মাস্ক পরে বোলিংয়ের নিয়ম করা যেতে পারে।

করোনাভাইরাসের প্রকোপ শুরু হওয়ার পর থেকে ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি আলোচনা বলে লালা ব্যবহার করা নিয়েই। বলের এক পাশ উজ্জ্বল করতে এবং এক পাশ ভারি করে সুইং আদায় করতে লালা ব্যবহারের বিকল্প নেই। এটি বন্ধ করার পক্ষে-বিপক্ষে অনেক মতামত এসেছে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বলে লালা ব্যবহার বন্ধ করতে বলেছে আইসিসি।

একটি ইউটিউব চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচক ও প্রধান কোচ মিসবাহ জানালেন তার ভাবনা।

"কাজটি সহজ হবে না (লালার ব্যবহার বন্ধ রাখা)। ক্রিকেট জীবনের শুরু থেকেই ক্রিকেটারদের এটি অভ্যাস। নতুন এই নির্দেশনার কথা ক্রিকেটাররা মনে রাখলেও মনের অজান্তে সহজাতভাবেই কেউ করে ফেলতে পারে এটি।"

"এটি নিবারণ করতে হলে কিছু না কিছু করতে হবে। সেটি হতে পারে যে বোলাররা মাস্ক পরে বোলিং করল বা এমন কোনো নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা রাখা, যাতে হুট করে কেউ লালা ব্যবহার করে ফেলতে না পারে।"

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী জুলাই-অগাস্টে ইংল্যান্ডে তিনটি করে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি খেলার কথা পাকিস্তানের।

মিসবাহ চিন্তিত সম্ভাব্য এই সফরে তার দলের বোলারদের নিয়ে।

"ইংলিশ কন্ডিশনে আমাদের বোলারদের কাজটি কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

কারণ আমাদের বোলাররা নিয়মিত বলে লালা ব্যবহার করে এক পাশ উজ্জ্বল রাখতে। আইনের মধ্যে থেকে অন্যান্য উপায়েও বল উজ্জ্বল করা যাবে, কিন্তু লালা ব্যবহার করলে বলের একটা পাশ ভারী হয়, যেটি পেসারদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।"

অনুশীলনে উইন্ডিজ টেস্ট দল

ইংল্যান্ড সফর সামনে রেখে অনুশীলন শুরু করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট দল।

বারবাডোজের কিংস্টন ওভালে সোমবার ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে অনুশীলন করেন জেসন হোল্ডার, ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েট, শেই হোপ, কেমার রোচরা।

স্থানীয় সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে বোর্ডের মেডিকেল কমিটির নির্দেশনা মেনে দর্শকশূন্য মাঠে অনুশীলন করেন ক্রিকেটাররা। সোমবার নিজেদের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে বিষয়টি জানায় ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সহকারী কোচ রডি ইস্টউইক ও বার্বাডোজ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কয়েক জন কোচের উপস্থিতিতে অনুশীলন করেন ক্রিকেটাররা।

চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান নির্বাহী জনি গ্রেভ জানিয়েছিলেন, ইংল্যান্ড সফর নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন দেশটির ক্রিকেটাররা। আগামী জুলাইয়ের সম্ভাব্য এই সিরিজে কোনো ক্রিকেটারকে যেতে বাধ্য করা হবে না বলে বিবিসিকে জানিয়েছিলেন গ্রেভ।

তবে ক্রিকেটাররা অনুশীলনে ফেরার পর ইংল্যান্ড সফর নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন তিনি।

"বর্তমানে আমাদের কাছে যেসব তথ্য আছে, সেই হিসেবে এই গ্রীষ্মের কোনও এক সময়ে সফরটি হওয়ার ব্যাপারে সবাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে।"

আগামী ৪ জুন শুরু হওয়ার কথা ছিল ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। কিন্তু করোনাভাইরাসের প্রকোপে ইংল্যান্ডে ১ জুলাই পর্যন্ত সব ধরনের ক্রিকেটে নিষেধাজ্ঞা থাকায় পিছিয়ে গেছে সিরিজটি।

পরিস্থিতি শিথিল হলে সিরিজটি আয়োজন করতে মুখিয়ে আছে ইংল্যান্ডও। তারা আগেই শুরু করেছে অনুশীলন। সবকিছু পরিকল্পনা মতো এগোলে এই সিরিজ দিয়েই আবার মাঠে ফিরতে পারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট।

হাঁটুর চোটে মাঠের বাইরে ফেলিক্স

বাম হাঁটুতে চোট পেয়েছেন আতলেতিকো মাদ্রিদের পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড জোয়াও ফেলিক্স।

নিজেদের ওয়েবসাইটে সোমবার এক বিবৃতিতে আতলেতিকো খবরটি জানায়। ২০ বছর বয়সী ফেলিক্সের সেরে উঠতে কত দিন লাগবে, এ ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি।

করোনাভাইরাসের প্রভাবে প্রায় তিন মাস পর জুনে মাঠে ফিরতে যাচ্ছে স্প্যানিশ ফুটবল মৌসুম। শুরুর কয়েকটি ম্যাচ ফেলিক্স মিস করতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অঁতোয়ান গ্রিজমানের শূন্যস্থান পূরণ করতে গত জুলাইয়ে পর্তুগালের বেনফিকা থেকে ক্লাব রেকর্ড ১২ কোটি ৬০ লাখ ইউরো ট্রান্সফার ফিতে ফেলিক্সকে দলে ভেড়ায় আতলেতিকো। তবে মাদ্রিদের দলটিতে এখনও সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি তিনি।

লা লিগায় পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে ১৩ পয়েন্ট পিছিয়ে ছয়ে আতলেতিকো। এখনও ১১ রাউন্ডের খেলা বাকি।

পায়ের চোটে ইব্রাহিমোভিচ

অনুশীলনে ডান পায়ের পেশিতে চোট পেয়েছেন এসি মিলানের জাতান ইব্রাহিমোভিচ। ১০ দিনের মধ্যে সুইডিশ ফরোয়ার্ডের পায়ে স্ক্যান করা হবে।

৩৮ বছর বয়সী এই তারকা সোমবার চোট পান। পরদিন এক বিবৃতিতে জানায় ইতালিয়ান ক্লাবটি।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে নিজ দেশ সুইডেনের ক্লাব হামারবির সঙ্গে কিছুদিন অনুশীলন করেছিলেন তিনি। পরে চলতি মাসের শুরুতে ইতালিতে ফেরার পর ছিলেন কোয়ারেন্টিনে।

গত জানুয়ারিতে ছয় মাসের চুক্তিতে পুরনো ঠিকানা মিলানে ফেরেন ইব্রাহিমোভিচ। তবে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গত ৯ মার্চ থেকে স্থগিত আছে ইতালির শীর্ষ লিগ সেরি আ। খেলা আবার কবে শুরু হতে পারে, সে ব্যাপারে বৃহস্পতিবার সিদ্ধান্ত জানাবে দেশটির সরকার।

৩৬ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার সাত নম্বরে আছে গত সপ্তাহে অনুশীলনে ফেরা এসি মিলান।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ: রোমাঞ্চকর ফাইনালের অপেক্ষায় লিসবন

নানা বাঁক পেরিয়ে শেষের দুয়ারে দাঁড়িয়ে এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। ফাইনালে মুখোমুখি হবে বায়ার্ন মিউনিখ ও পিএসজি। এক দলের সামনে ইউরোপ সেরার মঞ্চে নিজেদের ষষ্ঠ শিরোপা উঁচিয়ে ধরার হাতছানি, আরেক দলের সামনে প্রথম।পর্তুগালের লিসবনে আগামী রোববার শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত একটায়।অলিম্পিক লিওঁকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ২০১৩ সালের পর প্রথমবারের মতো ফাইনালে উঠেছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন। সেবার শিরোপা জেতার পর থেকে চার আসরে সেমি-ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিল জার্মান দলটি।ফরাসি লিগে আধিপত্য করা পিএসজি ইউরোপ সেরার মঞ্চে পারছিল না সামথর্্যের প্রমাণ দিতে।

এবার কোয়ার্টার-ফাইনালে ইতালিয়ান ক্লাব আতালান্তাকে হারিয়ে ও শেষ চারে জার্মানির লাইপজিগের স্বপ্নযাত্রা থামিয়ে প্রথমবারের মতো উঠেছে ফাইনালে। ১৯৯৮ সালের পর প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে খেলবে এমন দুই দল, যারা প্রতিযোগিতাটিতে এসেছিল নিজেদের ঘরোয়া লিগের চ্যাম্পিয়ন হয়ে।ফাইনাল হবে পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকার ঘরের মাঠ স্তাদিও দা লুজে। করোনাভাইরাসের কারণে দর্শক থাকছে না শিরোপা লড়াইয়ের ম্যাচেও। তবে টেলিভিশনের পর্দায় ঠিকই চোখ থাকবে লাখ লাখ মানুষের।পিএসজির আক্রমণের মূল দায়িত্বে থাকছেন যথারীতি ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড নেইমার। সঙ্গে আছেন বিশ্বকাপজয়ী তরুণ ফরাসি ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপে। দারুণ ছন্দে আছেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার আনহেল দি মারিয়া। শেষ চারে গোল করে ও করিয়ে লাইপজিগের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানের জয়ের নায়ক তিনিই।শেষ চারে লিওঁর গতিময় আক্রমণে বায়ার্নের রক্ষণের দুর্বলতা বারবার ফুটে উঠেছে। ফাইনালেও এই দশা থাকলে নেইমার-এমবাপেদের বিপক্ষে চড়া মাশুল দিতে হতে পারে বুন্ডেসলিগা চ্যাম্পিয়নদের। দলটির কোচ হান্স ফ্লিক তাই সতর্ক।"পিএসজি দুর্দান্ত দল। কিছু বিষয় আমরা বিশ্লেষণ করব, আমরা জানি তাদের দ্রুতগতির খেলোয়াড় আছে। আমরা আমাদের রক্ষণকে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করব, তবে আমরা জানি আমাদের বড় শক্তি প্রতিপক্ষকে চাপে রাখা।"স্বপ্নের মতো মৌসুম কাটছে বায়ার্নের রবের্ত লেভানদোভস্কির। এখন পর্যন্ত আসরে করেছেন সর্বোচ্চ ১৫ গোল। চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলে এই পোলিশ স্ট্রাইকারের গোল ৫৫টি। লেভানদোভস্কি, টমাস মুলার ও লিওঁর বিপক্ষে জোড়া গোল করা সের্গে জিনাব্রির সামনে কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে পিএসজির রক্ষণকে। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে মাত্র দ্বিতীয়বারের মতো ফাইনালে দুই দলের ডাগআউটে থাকছেন দুই জার্মান কোচ।সাবেক বরুশিয়া ডর্টমুন্ড কোচ টুখেল ২০১৮ সালে পিএসজির দায়িত্ব নেওয়ার পর বেশ ভারসাম্যপূর্ণ দলে পরিণত করেছেন ফরাসি চ্যাম্পিয়নদের।ফ্লিক বায়ার্নের দায়িত্ব নিয়েছেন কেবল গত নভেম্বরে। তবে দলে প্রভাব রেখেছেন দারুণভাবে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে টানা ২৯ ম্যাচে অপরাজিত বায়ার্ন; জিতেছে ২৮টি, অন্যটি হয়েছে ড্র। এই সময়ে দলটি গোল করেছে ৯৭টি আর হজম করেছে মাত্র ২২টি। কোয়ার্টার-ফাইনালে বার্সেলোনাকে ৮-২ গোলে উড়িয়ে দেওয়া বায়ার্ন অভিজ্ঞতায়ও এগিয়ে থাকবে। ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতায় এরই মধ্যে তারা ফাইনাল খেলেছে ১০টি, এর পাঁচটিতেই জিতেছে শিরোপা।

হেরোইনসহ গ্রেপ্তারের পর নিষিদ্ধ শ্রীলঙ্কান পেসার

সঙ্গে হেরোইন রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া শ্রীলঙ্কার ফাস্ট বোলার শেহান মাদুশাঙ্কাকে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ করেছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড।

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে তাকে নিষিদ্ধ করার কথা জানায়। এ বিষয়ে বোর্ডের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে বিবৃতিতে।

শ্রীলঙ্কা পুলিশের মিডিয়া বিভাগের বরাত দিয়ে সোমবার এক ~~শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটারের গ্রেপ্তার হওয়ার খবর জানিয়েছিল~~ ইএসপিএনক্রিকইনফো। তখন অবশ্য ক্রিকেটারের নাম জানা যায়নি।

গত শনিবার দুই গ্রামের একটু বেশি হেরোইনসহ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন নেগোম্বো শহরের উত্তরপূর্বে পান্নালা অঞ্চলের স্থানীয় এক ম্যাজিস্ট্রেট তার ১৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। পরে তাকে হাইকোর্টে তোলা হবে।

২৫ বছর বয়সী মাদুশাঙ্কা ২০১৮ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে শ্রীলঙ্কার হয়ে একটি ওয়ানডে ও দুটি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। ওয়ানডে অভিষেকে বাংলাদেশের বিপক্ষে করেছিলেন হ্যাটট্রিক। সাম্প্রতিক সময়ে অবশ্য তিনি জাতীয় দলের বিবেচনায় ছিলেন না।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কায় কারফিউ জারি হওয়ার আগে দেশটির ঘরোয়া ক্রিকেটে অবশ্য খেলেছিলেন তিনি।

আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডারের পায়ে অস্ত্রোপচার

হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট থেকে সেরে উঠতে অস্ত্রোপচার করাতে হবে ভিয়ারিয়ালের আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার রামিরো ফুনেস মোরিকে।

নিজেদের ওয়েবসাইটে মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ভিয়ারিয়াল জানায়, গত বৃহস্পতিবার অনুশীলনের সময় মোরির ডান উরুর টেন্ডন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চোট গুরুতর ছিল বলে তখনই ধারণা করা হয়েছিল। সোমবারের পরীক্ষায় সেটিই নিশ্চিত হয়েছে।

বার্সেলোনার একটি হাসপাতালে মঙ্গলবার রামিরোর অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা। তার সেরে উঠতে কত দিন সময় লাগবে এ ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি।

২৯ বছর বয়সী এই ফুটবলার দুই বছর আগে এভারটন থেকে যোগ দেন ভিয়ারিয়ালে। এর আগে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দলটিতে ছিলেন তিন বছর।

মৌসুম পুনরায় শুরুর লক্ষ্যে গত ৮ মে থেকে প্রস্তুতি শুরু করেছে স্প্যানিশ ক্লাবগুলো। করোনাভাইরাসের প্রভাবে গত মধ্য মার্চ থেকে স্থগিত রয়েছে স্পেনের ফুটবল মৌসুম।

অল্প বয়সে চলে গেলেন রোমার সাবেক ফুটবলার

মাত্র ২১ বছর বয়সে না ফেরার দেশে চলে গেলেন ইতালিয়ান ক্লাব রোমার সাবেক একাডেমি ফুটবলার জোসেফ বুয়াসসে।

হার্ট অ্যাটাকে তার মৃত্যু হয় বলে সোমবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানায় রোমা।

নিজ দেশ ক্যামেরুন থেকে তিনি ইতালির রোমে আসেন ২০১৫ সালে। লিবেরি নর্তের হয়ে খেলা শুরুর পর ২০১৭ সালে যোগ দেন রোমায়। সেখান থেকে ধারে ভিসেঞ্জার হয়ে খেলেন সেরি বিতে।

ABRIDGE NOTICE FOR SUBMISSION OF QUOTATIONS FOR SUPPLY OF FISHERY KIT UNDER TRLM

Sealed quotations are hereby invited from registered dealer/ / Multipurpose Co-operative Society/ authorised Supplier / Central Govt. & other State Govt agencies, for Providing Fishery kits for the Community Service Provider (CSPs) at State Mission lanagement Unit (SMMU), Tripura Rural Livelihood Mission (TRLM), Gurkhabasti, Near Bholagiri Ashram, Agartala, Tripura, pin- 799006. NIQ along with EMD of Rs 10,000/- (Rupees Ten Thousand only) shall be received in the office of SMMU, TRLM upto 3.00 P.M on 17/12/2020. Detailed NIQ issued vide F.No.2(16)- RD(TRLM)/SDS/2018/5210-16 dated 05/12/2020 may be seen on the website-www.rural.tripura.gov.in/ www.trlm.tripura.gov.in/ www.tripura.gov.in and notice board of the TRLM office.

Sd/-Illegible
Addl. Chief Executive Officer
Tripura Rural Livelihood Mission

ICA/C-2357/2020-21

The Executive Engineer, Udaipur Division, PWD(R&B), Udaipur, Gomati District, Tripura invites e-tender against press NIT :o.12/EE/UDP-DIVN/UDP/2020-21 DATED 01.12.2020.
For Construction of 100 [one Hundred] Seated ST Girl's Hostel [G+2 Storied] Building attached to Udaipur Girl's H.S. School under Udaipur Sub-Division, Gomati District, Tripura / SH: Phase-I : Part of Ground Floor + Part of First Floor and Kitchen I Building portion including Internal water supply, Sanitary Installation, Sewage & Drainage works (2nd Call)
With Estimated cost : ?1,81,75,963.00
Earnest Money : Z1,81,760.00
Time of Completion - 15 (fifteen) months. Last Date of bidding for bids - 31.12_2020, upto 15.00Hrs.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Executive Engineer
Udaipur Division, PWD(R&B)
Udaipur, Gomati District,
Tripura

ICA/C-2344/2020-21

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO: - 02/AE/IES-I/2020-21 Dated— 05 /12 /2020

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion of work

Name of—work:- Construction of new building for Bijoy Kumar Girls HS School. (Phase-I) SH:- Construction of Classroom, Stair, boundary wall and other allied works. / Providing Internal Electrification work
DNIT No:- AE/IES-I/02/2020-2021 Rs- 69,447.00 Rs- 694.00 15 (Fifteen) Days
Last date of application for tender form 09/12/2020 up to 4.00 PM.
Date of receipt of tericler form 11/12/2020 up to 3.00 PM All other details arellavailable in the office of the undersigned.

Sd/- illegible
Sub-Divisional Officer Internal
Electrification Sub-Division No. I
Agartala, Tripura (W)

ICA/C-2350/2020-21

জাগরণ 8 December, 2020, Tuesday আগরতলা ৮ ডিসেম্বর, ২০২০ ইং, ■ ২২ অগ্রহায়ন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

বাইকের ধাক্কায় আহত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৭ ডিসেম্বর।। ছোট ভাইয়ের বিয়েতে এসে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হল বোন। আহতের নাম স্বপ্না দাস (২৭)। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, সোমবার দুপুরে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্বপ্নার বাড়ি আনন্দনগর। ছোট ভাই রাকেশ দাশের বিয়ে ঠিক হয় কলমচৌরা গ্রামে। আজ ছেলেকে আশীবাদ করতে এসেছিল গুরুজনেরা। স্বপ্না দোকান থেকে সদাই কিনতে গিয়েছিল। টিআর ০৭ডি ৮৪৮৩ নম্বরের একটি বাইকের ঢাক্কার ছিটকে পড়েন তিনি। মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। স্থানীয়া তাকে বক্সনগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। বাইক চালক নেয়ামত আলিকে আটক করে পুলিশে দেওয়া হয়েছে। কলমচৌড়া থানার পুলিশ একটি মামলা নিয়ে ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখছে।

শ্রীনগরে আটক দুই নেশা কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন শ্রীনগর থানা এলাকা থেকে পুলিশ এক নেশা কারবারি এবং অপর এক নেশাখোরকে আটক করেছে। নাটক নেশাখোর বাড়ির নাম সুমন দাস।তার বিরুদ্ধে নিদৃষ্ট ধারায় শ্রীনগর থানায় মামলা রয়েছে। পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে তাকে খুঁজছিল।গ্রেপ্তার এড়াতে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। সোমবার সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে শ্রীনগর থানার পুলিশ তাকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।তার কাছ থেকে তথ্য উদ্ধার করে নেশা কারবারের জড়িত আরও বেশ কয়েকজনকে জালে তোলার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য শ্রীনগর থানা এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। রাজ্য সরকার এবং আরক্ষা প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নেশা কারবারিরা নতুন নতুন কায়দায় নেশা কারবার অব্যাহত রেখেছে। এইসব নেশা কারবারিদের জালে তোলার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।শ্রীনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে নেশা কারবারিদের আটক করার জন্য এ ধরনের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।

রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত পতাকা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। সোমবার রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে রাজধানী আগরতলা শহরের পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ব্রিগেডিয়ার জয প্রকাশ তেওয়ারি সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ব্রিগেডিয়ার জয়প্রকাশ তেওয়ারি দিবসটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন।অনুষ্ঠান শেষে রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে তহবিল সংগ্রহ করা হয়। এনএসএসসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকেও সোমবার দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। উল্লেখ্য অন্যান্য বছর বিভিন্ন স্কুল-কলেজে সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবস পালন করা হতো। এমনকি স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্যদের কাছ থেকে তহবিল

রেলের উন্নয়নে সর্বদা ভারতকেই পাশে চায় বাংলাদেশ : রেলপথ মন্ত্রী

কিশোর সরকার

ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশ রেলের অনেক কিছুর সঙ্গেই ভারতীয় রেলের সাদৃশ্য রয়েছে। তাই রেলের উন্নয়নে সর্বদা ভারতকেই পাশে চায় বাংলাদেশ। বহুভাষী সংবাদ সংস্থা ''হিন্দুস্থান সমাচার''-এর সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারে এমনই জানিয়েছেন বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন। একইসঙ্গে রেলপথ মন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী ১৭ ডিসেম্বর চিলহাটি-হলদিবাড়ি রেল লাইনের উদ্বোধন হতে চলেছে। বাংলাদেশ রেলের প্রগতি, যমুনা নদীর উপরে বঙ্গবন্ধু রেল সেতুর কাজের উদ্বোধন, কোচ স্বল্পতার কারণে রেল চলাচল ব্যহত হওয়া প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুস্থান সমাচার-এর বাংলাদেশের প্রতিনিধি কিশোর সরকারকে বিশেষ স্বাক্ষাৎকার দিয়েছেন রেলপথ মন্ত্রী। ভারতের সীমান্ত লাগোয়া, বাংলাদেশের পঞ্চগড়ের এমপি (সাংসদ) রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন বাংলাদেশের রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভারত কীভাবে সহযোগিতা করতে পারে সে বিষয় তুলে ধরেছেন।

হিন্দুস্থান সমাচার: বাংলাদেশ রেলের উন্নয়নে ভারত কীভাবে সাহায্য করতে পারে?

রেলপথ মন্ত্রী : বাংলাদেশের সকল রেলপথ মিটারগেজ থেকে ব্রডগেজে উন্নিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলের অনেক কিছুর সঙ্গেই ভারতীয় রেলের সাদৃশ্য রয়েছে। ভারতের রেলওয়ের লোকোমোটিভ, কোচ-সহ সবকিছুই বাংলাদেশের রেল ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই ভারত চাইলে অনেকক্ষত্রেই বাংলাদেশকে বেশী সহযোগিতা করতে পারবে। এরইমধ্যে অনুদান হিসেবে ১০টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ অনুদান হিসেবে দিয়েছে। ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ভারতের লাইন অব ক্রেডিটের (এলওসি) আওতায় বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং কিছু প্রকল্পের কাজ এখনও চলছে। তাই রেলের উন্নয়নে ভারতকেই পাশে চায় বাংলাদেশ।

হিন্দুস্থান সমাচার: কোচ সঙ্কট মেটাতে ভারত থেকে কোচ সংগ্রহের কী পরিকল্পনা রয়েছে?

রেলপথ মন্ত্রী: বেশ কিছু মিটার গেজ কোচ চিন, ইন্দোনেশিয়া ও কোরিয়া থেকে আসার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। তবে, ব্রডগেজ কোচের সঙ্কট রয়েছে। যে কারণে উত্তরবঙ্গের অনেক ট্রেন পুরানো কোচ দিয়েই চালাতে হচ্ছে। কিন্তু, ঋণের মাধ্যমে বা অনুদানের ভিত্তিতে ভারত থেকে কোচ সংগ্রহের প্রস্তাব এখনও আসেনি। আর এ সব বিষয় সাধারণত দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে ঠিক হয়। এছাড়া যে দেশ সরবরাহ করে সাধারণত তাঁদের পক্ষ থেকেই প্রস্তাব আসে। ভারতের দিক থেকে সেই ধরণের কোনও প্রস্তাব এখনও পর্যন্ত আসেনি।

হিন্দুস্থান সমাচার : চিলহাটি-হলদিবাড়ি রেল লাইনের উদ্বোধন কবে হবে?

রেলপথ মন্ত্রী : কোভিড পরিস্থিতির কারণে আগামী ১৭ ডিসেম্বর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারত, দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী মালবাহী ট্রেন চলাচল উদ্বোধন করবেন। তবে আগামী বছর এই রুটে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের পরিবল্পনা রয়েছে।

হিন্দুস্থান সমাচার: যমুনা নদীর উপরে বঙ্গবন্ধু রেল সেতু ভারতের পূর্ব-পশ্চিম যোগাযোগে কতটা ভুমিকা রাখবে?

রেলপথ মন্ত্রী: বর্তমানে বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর দিয়ে প্রতিদিন ২২টি ট্রেন চলাচল করে। তবে, সেতুর ভারবহন ক্ষমতা কম হওয়ায় বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন রুটের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে ট্রেন চলাচলই ঠিক ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। ভারত থেকে ট্রেনে পণ্য এনে বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পারে নামানো হচ্ছে। এই সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হলে শুধু দেশের ভিতরে নয় ভারতের পূর্ব-পশ্চিম যোগাযোগে বিরাট ভুমিকা রাখবে। এখন বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর দিয়ে ঘন্টায় ২০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চালাতে হয়। কিন্তু, যমুনা নদীর উপরের বঙ্গবন্ধু রেল সেতুর উপর দিয়ে ঘন্টায় একশো কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চালানো যাবে। আর ডাবল লাইন হওয়ায় রেল ব্যবস্থাপনায় আমুল পরিবর্তন আসবে। যার সুফল বাংলাদেশে জনগণের পাশাপাশি ভারতের নাগরিকরাও পাবেন।

ছত্তিশগড়ে ভালুকের আক্রমণে মৃত ৪, আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা

রায়পুর, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ছত্তিশগড়ের কোরিয়া জেলায় হিংস্র ভালুকের আক্রমণে প্রাণ হারালেন ৪ জন। এছাড়াও ভালুকের আক্রমণের মুখে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছেন ৩ জন। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে কোরিয়া জেলার সোনহাট তালুকার অন্তর্গত অঙ্গবাহী গ্রামে। এখনও প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে শাবকের জন্ম দেওয়া ওই হিংস্র ভালুকটি। ৪ জনের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করেছে ছত্তিশগড় সরকার। মৃতদের পরিবারপিছু ৬ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। আহতদেরও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

সোমবার বন দফতর জানিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় সোনহাট তালুকার অঙ্গবাহী গ্রামের ১০ জন বাসিন্দা জঙ্গলে হরিতকী সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন, তখন ভালুকের আক্রমণের মুখে পড়ে যান ৭ জন। ভালুকের হানায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩ জন মহিলা এবং একজন পুরুষের। ৩ জন আহত হয়েছেন। একজন গাছে উঠে যাওয়ায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। বন দফতরের কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করেন। আহতরা বৈকুণ্ঠপুর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বন দফতর জানিয়েছে, খুব সম্প্রতি একটি শাবকের জন্ম দিয়েছে ওই ভালুকটি। মঙ্গলবার ভালুকটিকে পাকড়াও করার চেষ্টা করা হবে।" ভালুকের ভয়ে এই মুহূর্তে আতঙ্কিত অঙ্গবাহী গ্রামের বাসিন্দারা।

কৃষকদের ভারত বনধ-কে পূর্ণ সমর্থন বিএসপি-র: মায়াবতী

লখনউ, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ''বিতর্কিত'' তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে ৮ ডিসেম্বর অর্থাৎ মঙ্গলবার দেশ জুড়ে "ভারত বনধ"-এর ডাক দিয়েছে কৃষকদের সংগঠন। কৃষকদের ডাকা "ভারত বনধ"-এর পূর্ণ সমর্থন জানাল বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)। সোমবার টুইট করে বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী জানিয়েছেন, ৮ ডিসেম্বরের ভারত বনধকে পূর্ণ সমর্থন করছে বিএসপি। একইসঙ্গে কৃষকদের দাবিদাওয়া মেনে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পুনরায় অনুরোধ জানিয়েছেন মায়াবতী।

মায়াবতী টুইট করে লেখেন, "কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত তিনটি নতুন আইন প্রত্যাহারের জন্য গোটা দেশে আন্দোলন করছেন কৃষকরা এবং কৃষকদের সংগঠন ৮ ডিসেম্বর ভারত বনধের যে ঘোষণা করেছে, বিএসপি তা সমর্থন করছে। একইসঙ্গে, কৃষকদের সমস্ত দাবি মেনে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পুনরায় অনুরোধ করছি।" উল্লেখ্য, বিতর্কিত তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতেই ৮ ডিসেম্বর কৃষকদের ডাকে ভারত বন্ধ। বন্ধ চলাকালীন সমস্ত জাতীয় সড়ক এবং টোলপ্লাজাগুলি অবরোধ করা হবে বলে জানিয়েছে ভারতীয় কিশান ইউনিয়ন।

বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযান ঘিরে উত্তেজনা প্রচুর পুলিশ মোতায়েন

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): কলকাতায় নবান্ন অভিযানের পর সোমবার শিলিগুড়িতে বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযান। সকাল থেকেই উত্তরকন্যা অভিযান ঘিরে টানটান উত্তেজনা রয়েছে। বিজেপির যুব মোর্চা কর্মসূচির ডাক দিলেও, এখানে থাকবেন রাজ্য বিজেপির প্রথম সারির নেতারা। সূত্রের খবর, মূলত দু''টি বড় মিছিল আসবে উত্তরকন্যায়। এই দুটির পথ ছাড়াও বাঁশ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আশপাশের কিছু রাস্তা। সোমবার ভোর থেকেই প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ফুলবাড়ি থেকে রওনা হওয়া মিছিলের নেতৃত্বে থাকছেন দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু।

শিলিগুড়ি জলপাই মোড় থেকে বার হওয়া মিছিলের নেতৃত্বে থাকছেন দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়, কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি মুকুল রায়, যুব মোর্চার রাজ্য সহ সভাপতি শঙ্কুদেব পন্ডা। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আমফান ও করোনাতে দুর্নীতি, বেকারত্বের হার, চা শ্রমিকদের দুরবস্থা, উত্তরবঙ্গের মানুষকে বঞ্চনা-সহ একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে উত্তরকন্যা অভিযানের এই ডাক বিজেপির যুব মোর্চার।

৭ বেড়ে ওডিশায় মৃত্যু ১,৭৭৮ জনের, করোনা-আক্রান্ত ৩,২১,৫৬৪

ভুবনেশ্বর, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ওডিশায় কমছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, কমছে মৃত্যুও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওডিশায় নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬৮ জন। ফলে ওডিশায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,২১,৫৬৪। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৭৭৮। সুস্থতার সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে ওডিশায়, ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩,১৫,৮৪০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৫৭০ জন, যা দৈনিক আক্রান্তের থেকেও বেশি।

সোমবার সকালে ওডিশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৩৬৮ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,২১,৫৬৪। ওডিশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৮৯৩ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ৩,১৫,৮৪০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৭ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ১,৭৭৮-এ পৌঁছেছে।

করোনা কেড়ে নিল প্রাণ, প্রয়াত টিভি তারকা দিব্যা ভটনগর

মুম্বই, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে না-ফেরার দেশের চলে যাচ্ছেন একের পর এক তারকা। এবার প্রয়াত হলেন করোনা-সংক্রমিত টেলিভিশন তারকা দিব্যা ভটনগর। 'ইয়ে রিস্তা ক্যা কেহলাতা হ্যায়" ধারাবাহিকের গুলাবো সোমবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছিলেন দিব্যা ভটনগর, মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখা হয়েছিল দিব্যাকেউ মৃত্যুর আগে দিব্যার মা জানিয়েছিলেন, "বিগত ৬ দিন ধরে দিব্যার শরীরে উচ্চ তাপমাত্রা ছিল। খুব খারাপ ছিল শরীর। তাঁর অক্সিজেন লেভেল চেক করা হয়েছে। তাঁকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছে।" কিন্তু, চিকিৎসকদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্বেও প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হল না গুলাবোকে। সোমবার অকালেই না ফেরার দেশে চলে গেলেন তিনি।

শ্রীকান্ত দাসের বাড়িতে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। পানিসাগরে পুলিশের গুলিতে নিহত শ্রীকান্ত দাসের বাড়িতে গেলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তিনি শোকাহত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। পাশাপাশি তিনি সাংসদ বেতন ভাতা থেকে ২০ হাজার একটি চেক শোকাহত পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছেন।

উদয়পুরে প্রথম উদ্ভোধন হল বায়ো টয়লেটের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ ডিসেম্বর।। উদয়পুরে প্রথম উদ্ভোধন হলো বায়ো টয়লেটের। উদয়পুর পুর পরিষদ উদ্যোগে এবং ও টি পি সির সি এস আর প্রকল্পের সার্বিক সহযোগিতায় রাজ্যের মধ্যে উদয়পুরেই প্রথম দুটি বায়ো টয়লেটের উদ্ভোধন হয়। ম উদয়পুর সেন্ট্রাল রোড স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাকের পেছনে একটি এবং উদয়পুর ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতালে উদ্ভোধন হলো অপরটি। এদিন দুটি বায়ো টয়লেটের উদ্ভোধন করেন ত্রিপুরার কৃষি, পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী তথ এই এলাকার বিধায়ক প্রনজিৎ সিংহ রায়। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার, ভাইস চেয়ারম্যান অনুপম চৌধুরী, উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রবীর দাস, কামিনী কুমার দাস ও টি পি সির আধিকারিক তাপস ভৌমিক সহ পুর পরিষদের বিভিন্ন কাউন্সিলর গন। এই দুটি বায়ো টয়লেট স্থাপনের ফলে জনগনের দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ হলো বলা যায়। সাধারন মানুষের অনেকটাই সুবিধা হবে বলে সাধারণ মানুষের অভিমত। শহরের ব্যবসায়ী থেকে সকল অংশের নাগরিকরাই খুশি।

প্রয়াত দুই সাংবাদিকের স্মরণে সভা বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,৭ ডিসেম্বর।। সোমবার বিশালগড় প্রেস ক্লাবের দুই প্রয়াত সাংবাদিক রঞ্জিত কুমার দেবনাথ এবং সুব্রত সাহার স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশালগড় প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে স্থানীয় শুভ দীপ মিলনায়তনে ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় স্মরণ সভা। স্বাগত ভাষন রাখেন ক্লাবের সভাপতি সাধন দেবনাথ। দুই সাংবাদিকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন উপস্থিত প্রেস ক্লাবের সদস্য এবং রাজনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতি জগতের গুনীজনরা। স্মৃতিচারণ করেন জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সমাজসেবী অঞ্জন পুরকায়স্থ, পার্থপ্রতিম মজুমদার, নিগমানন্দ গোস্বামী, নিখিল চক্রবর্তী, সুশান্ত দেব, জয়দুল হোসেন, মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য, ওসি দেবাশীষ সাহা,সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব চন্দন দেবনাথ, সাংবাদিক প্রসেনজিৎ রায়,। সমাপ্তি ভাষন রাখেন প্রেস ক্লাবের সম্পাদক ভবতোষ ঘোষ। প্রয়াত দুই সাংবাদিকের পরিবারের সদস্যদের হাতে শোক স্মারক তোলে দেয়া হয়।

কৃষকদের সমস্ত দাবি প্রাসঙ্গিক, পূর্ণ সমর্থন আপ-এর : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলন জারি রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠকের পরও পিছপা হতে নারাজ অন্নদাতারা। নিজেদের অধিকার অর্জন করেই ছাড়বেন তাঁরা। এমতাবস্থায় আন্দোলনরত কৃষকদের সঙ্গে দেখা করতে সোমবার সিংঘু সীমান্তের কাছে (দিল্লি-হরিয়ানা) গুরু তেগবাহাদুর মেমোরিয়ালে পৌঁছন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কিন্তু, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নন, একজন "সেবাদার" হিসেবেই এদিন কৃষকদের সঙ্গে দেখা করেন কেজরিওয়াল। কৃষকদের আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে কেজরিওয়াল বলেছেন, "কৃষকদের সমস্ত দাবিদাওয়া প্রাসঙ্গিক।"

সাংবাদিকদের মুখোমুখি অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, "শুরু থেকেই সেবাদার হিসেবে কৃষকদের সেবা করছেন আমাদের দল, বিধায়ক এবং নেতারা। মুখ্যমন্ত্রী নয়, একজন সেবাদার হিসেবে আমি এখানে এসেছি। কৃষকরা এখন সমস্যার মধ্যে রয়েছেন, তাঁদের পাশে দাঁড়ানো উচিত আমাদের।

৮ ডিসেম্বরের ভারত বনধকে আম আদমি পার্টি সমর্থন করছে, দেশের সর্বত্র আমাদের দলের কর্মীরা ভারত বনধে অংশ নেবেন।" কেজরিওয়াল আরও জানান, "কৃষকদের সমস্ত দাবিকে আমরা সমর্থন করছি। তাঁদের সমস্ত দাবি প্রাসঙ্গিক। আমার দল এবং আমি শুরু থেকেই তাঁদের সমর্থন করেছি। কৃষকদের আন্দোলনের শুরুতে, ৯টি স্টেডিয়ামকে জেলে পরিবর্তন করতে চেয়েছিল দিল্লি পুলিশ, আমার উপর চাপ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আমি রাজি হইনি।"

ভারতে ৯৬.৭৭-লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ সুস্থতা ৯৪.৪৫ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে কোভিড জয়ী এখন ৯১ লক্ষেরও বেশি। সুস্থতার সামগ্রিক হার এখন ৯৪.৪৫ শতাংশে পৌঁছেছে। মোট সংক্রমিতের সংখ্যা ৯৬.৭৭-লক্ষ। ২৪ ঘণ্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৩৫ হাজারের নীচে রয়েছে। তবে, সংক্রমণ ও মৃত্যুতে রাশ টানাই যাচ্ছে না। বাড়তে বাড়তে ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯৭-লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৩৯১ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩২,৯৮১ জন।

৩৯১ বেড়ে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৪০,৫৭৩ জন। ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯৬ লক্ষ ৭৭ হাজার ২০৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৯,১০৯ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৯১,৩৯,৯০১ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭২৯ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৬,৫১৯ জন।

চিকিৎসাধীন ৪.১০ শতাংশ রোগী, ভারতে ১৪.৭৭ কোটি করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে ১৪.৭৭-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে সুস্থতার হার ৯৪.৪৫ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৪,৭৭,৮৭,৬৫৬-এ পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৮.০১-লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৬ ডিসেম্বর (রবিবার সারা দিনে) ভারতে ৮,০১,০৮১টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১৪,৭৭,৮৭,৬৫৬টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ক্রমশই নিম্নমুখী ভারতে। ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ৪.১০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৪০,৫৭৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩৯১ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯,১৩,৯৯,০১ জন (৯৪.৪৫ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩,৯৬,৭২৯ জন করোনা-রোগী।

বিশালগড়ে অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ ডিসেম্বর।। সোমবার দুপুরে বিশালগড় অফিসটিলা কালিবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় সাধন দেবের বাড়ির বসত ঘড়ে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পায় বাড়ির লোকজন। পরবর্তী সময়ে এলাকার লোকজন জড়ো হয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। লোকজন ব্যর্থ হয়ে খবর দেয় বিশালগড় দমকল কর্মীদের। তারা ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিবারের লোকজনের অভিযোগ আগুনের সূত্রপাত শর্ট সার্কিট থেকে ধারণা করা হচ্ছে।

শুভ ১৬তম বিবাহ বার্ষিকী

অপুরাম সরকার ও লিলু দে (সরকার)
২২শে অগ্রহায়ণ ১৪১১বাংলা,
৮ই ডিসেম্বর ২০০৪ইং-বুধবার

আজ তোমাদের ১৬তম বিবাহ বার্ষিকীতে শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংস দেবের রাতুল চরনে প্রার্থনা করি তোমাদের সুস্থ সুখী ও সমৃদ্ধশালী দীর্ঘ মধুময় দাম্পত্য জীবন এবং এই দিনটি তোমাদের জীবনে বার বার ফিরে আসুক-এই আশীর্বাদ।

আশীর্বাদ ও শুভ কামনায়:- (সন্ধ্যা,সপ্না,তপ্না- দিদিগন) (রত্না, ঝর্ণা,রাজা,টুকলু -বোনেরা) (দুলালদা , বিকাশদা , মিঠু, স্বপন, নারু ,রাজু- ভগ্নিপতিগন) শিবুদা, শংকর গুপু ,(অমরদা সুরঞ্জনদা প্রাণকৃষ্ণদা ,শিবুদা,হাবুলদা, সমীর-ভায়রাভাইগন) (শিখাদি, রেখাদি , ঝর্ণাদি, রাঙাদি- জ্যাঠালিগণ) অনিতা, বানী - বৌদিরা, শুক্লা-শ্যালক বউ, মালা -ছোট ভাই বউ, চুমকি- ভাইঝি, পিকো - ভাইপো, গুণগুন -মেয়ে ,দীপশিখা - ভাইঝি, ভাগিনা-ভাগ্নি, অন্যান্য আত্মীয় পরিজন ও শুভানুধ্যায়ীগন। খিলপাড়া, উদয়পুর, গোমতি জেলা,ত্রিপুরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।